পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 174 Tuesday, 26 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৭৪ সংখ্যা ❋ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৬ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলার নতুন সিইও হলেন নীলম মিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মেঃ বাংলায় বিধানসভা ভোট মেটার পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনে একের পর এক বড় রদবদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার রদবদল ঘটল খোদ রাজ্যের নির্বাচন কমিশনে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে নিযুক্ত হলেন ১৯৯৮ ব্যাচের আইএএস অফিসার নীলম মিনা। সোমবার, ২৫ মে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাহুল শর্মার সই করা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, বিদায়ী সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালের জায়গায় দায়িত্ব সামলাবেন নীলম মিনা। অবিলম্বেই তিনি তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন। ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ কুমার আগরওয়াল। তাঁর মেয়াদেই ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে ভোট পরিচালনা, সবটাই সম্পন্ন

হয়েছে। তবে সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের পরপরই রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ আমলা অর্থা মুখ্যসচিব পদে নিয়ে আসা হয় মনোজ আগরওয়ালকে। নবান্নে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বৈঠকেও সিইও মনোজ আগরওয়ালের উপস্থিতি ও তাঁর নতুন ভূমিকা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। তিনি মুখ্যসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সিইও পদটি খালি হচ্ছিল। সেই জায়গাতেই এবার নির্বাচন কমিশন নীলম মিনাকে নিয়ে এল। কমিশনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নীলম মীনা দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর আবাসন এবং অফিসের সমস্ত যোগাযোগ নম্বর (টেলিফোন ও ফ্যাক্স) দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিশনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভোটে জয় ও নবান্নে নতুন সরকার গঠনের পর শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে, তাতে রাজ্য প্রশাসনের এই শীর্ষ স্তরের রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লাইট ভেঙে পড়ল মাথায়, মৃত্যু শিশু কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মেঃ হেস্টিংসে মর্মান্তিক ঘটনা। বাতিস্তম্ভের লাইট ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের শিশুর। মৃতের নাম গুড়িয়া খাতুন। জানা গিয়েছে, সকালে খেলার সময় ওই শিশুর উপর লাইট ভেঙে পড়ে। তার জেরে গুরুতর আহত হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন পরিবার থেকে স্থানীয়রা। তখন সকাল ৭টা। ঘুম থেকে উঠেই খেলায় মগ্ন ছিল বছর ছয়েকের গুড়িয়া। প্রতিদিনের মতো ওই বাতিস্তম্ভের নীচেই খেলছিল সে। ঠিক সেই সময় একটা লাইট খুলে ওই শিশু কন্যার মাথার উপর পড়ে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় সে। লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। পরিবারের দাবি, সেইসময়ই মৃত্যু হয়েছিল গুড়িয়ার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরাও গুড়িয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, প্রতিদিনের মতোই খেলা করছিল গুড়িয়া। একা একাই খেলত সে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল বুঝতে পারছেন না। গোটা ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। পরিবারের দাবি, রাস্তায় যে লাইট খুলে পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একেকটা লাইটে তিনটে করে ফুটো আছে। আর তাতে মাত্র একটা নাট লাগানো আছে। বাকি দু'টো নাট কোথায়? লাইট পড়ার পর একটা নাটই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে রাস্তায়। এতদিন বাতিস্তম্ভের আদৌ রক্ষণাবেক্ষণ হত কি না, প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রাও।

‘সোনা পাপ্পুদের খপ্পরে জমি খুইয়ে এখন ভাড়ায় থাকি’

‘জনতার দরবারে’ মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ ৮০ বছরের বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মেঃ সোমবার সকালে সল্টলেকের বিজেপি দফতরে ফের মুখোমুখি হয়েছেন সাধারণ মানুষ এবং রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব ঘোষণা মতোই সপ্তাহের প্রথম দিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছিল ‘জনতার দরবার’ কর্মসূচি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের একগুচ্ছ অভাব-অভিযোগ ও দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নানা পেশার মানুষ। ৮১ বছরের বৃদ্ধের প্রতারিত হওয়ার গল্প থেকে শুরু করে হাজার হাজার চাকরিহারাদের কান্না- সবটাই এদিন মন দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের দরবারে করুণ ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ভবানীপুরের বাসিন্দা, ৮১ বছর বয়সি প্রবীর মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধের অভিযোগ, জয় কামদার ও সোনা পাপ্পু নামের দুই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে চরম জালিয়াতি করেছেন। নিজের পৈতৃক সম্পত্তি প্রোমোটিংয়ের জন্য জয়ের হাতে তুলে দিলেও, বহুতল তৈরি হওয়ার পর তাঁকে কোনও ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি। উল্টে গ্রেফতার হওয়ার আগে জয় তাঁর কাছে আরও ১৭ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে একটি

ভাড়াবাড়িতে চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর প্রবীরবাবুর চোখেমুখে কিছুটা স্বস্তির আলো দেখা যায়। তিনি বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হলাম। উনি বলেছেন আমার এই সমস্যার সমাধান করবেন।’’ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলার জেরে চাকরি হারানো ২৬ হাজার ‘বঞ্চিত’ শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে এদিন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের প্রতিনিধি সুমন বিশ্বাস। যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্রুত চাকরি ফেরানোর আর্জি জানান তাঁরা। এর পাশাপাশি রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে সরব হন মলয় সিংহ রায়। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছর ধরে কারিগরি শিক্ষায় চরম দুর্নীতির কারণে কোনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি, যার ফলে বহু স্থায়ী পদ এখন অস্থায়ী পদে পরিণত হয়েছে। অন্য দিকে, সরকারি চাকরিতে অনাথদের জন্য রাখা বিশেষ কোটা বা সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন সুচিত্রা দে। তাঁর দাবি, এই সংরক্ষণ উঠে যাওয়ার কারণে বহু অনাথ যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরেই আমজনতার অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য এই ‘জনতার দরবার’ চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি সোমবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচি চলার কথা। গত সপ্তাহের পর এই সোমবারেও সেই নিয়ম মেনে দরবারে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন তাঁর পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শশী অগ্নিহোত্রী। দলীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থী সংগঠনের মোট ১৫টি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। ভিড় এতটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল যে পরিস্থিতি সামলাতে নিরাপত্তারক্ষীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। সকলের বক্তব্য শুনে যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ সল্টলেকের দফতর থেকে নবান্নের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

‘পুরনো ভুল থেকে কেন শিক্ষা নয়?’

নিট কেলেঙ্কারিতে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে এনটিএ, রিপোর্ট তলব

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ মেঃ দেশজুড়ে চলা ‘নিট-ইউজি ২০২৬’ পরীক্ষা কেলেঙ্কারি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের জট খোলার আইনি লড়াইয়ে এবার আরও একধাপ কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে জালিয়াতি নিয়ে খোদ পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ-র ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ ও হতাশা প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত এদিন প্রশ্ন তুলেছে, পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলির মারাত্মক ভুলত্রুটি এবং কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষা নিয়ে যে সমস্ত সংস্কার বা রিফর্মের কথা বলা হয়েছিল, তা আদৌ কার্যকর করা হয়েছে কি না। এই পরীক্ষার সঙ্গে দেশের প্রায় ২৩ লক্ষ মেডিক্যাল পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ সরাসরি জড়িত থাকায়, বিষয়টি নিয়ে এনটিএ-সহ সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আগামী মাত্র ৩ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার সময়সীমা বা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সোমবার শুনানির শুরুতেই মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী তনভী দুবে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের কাছে এক অত্যন্ত জরুরি ও দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। তিনি জোরালো সওয়াল করে বলেন, ‘‘এই বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জরুরি। কারণ এর সঙ্গে দেশের লক্ষ লক্ষ নিট পরীক্ষার্থী ও হবু চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎ সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে। ফলে আদালতের উচিত এই মামলার শুনানি কোনও ভাবে ফেলে না রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে করা।’’ মামলাকারীদের এই যুক্তিতে মান্যতা দিয়েই সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ মূল মামলার পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সমস্ত সমান্তরাল পিটিশন বা আবেদনকে একসঙ্গে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আইনি নোটিস জারি করেছে। একই সঙ্গে এই মামলার সমস্ত নথির অনুলিপি ভারতের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার দফতরে দ্রুত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনের শুনানিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছে পরীক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা আমলা ও এনটিএ কর্তৃপক্ষের দিকে। বিগত দিনেও নিট পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে যখন একাধিক কেলেঙ্কারি সামনে এসেছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট নিজে উদ্যোগী হয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও নজরদারির জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বা রিফর্ম প্যানেল গঠন করে দিয়েছিল। সোমবার সেই পুরনো প্রসঙ্গ টেনে এনে বিচারপতিরা অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, ‘‘পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলির মারাত্মক বিপর্যয় এবং ভুল থেকে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র কোনও শিক্ষা নেয়নি, তা বর্তমান পরিস্থিতি দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট আগে কমিটি গড়ার পরেও কীভাবে একই ধরনের গলদ বারবার ফিরে আসে?’’ আদালতের এই পর্যবেক্ষণে এক প্রকার স্পষ্ট যে, নিটের মতো দেশের অন্যতম বৃহত্তম প্রবেশিকা পরীক্ষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে প্রাতিষ্ঠানিক খামতি রয়ে গিয়েছে, তা এখন আদালতের নজরেও প্রমাণিত। ই প্রশাসনিক গাফিলতির গোড়ায় পৌঁছতে সোমবার মূলত দুটি অত্যন্ত কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এক, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-কে আগামী মাত্র ৩ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে একটি সুনির্দিষ্ট হলফনামা জমা দিতে হবে। গত ১৪ নভেম্বর পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যে বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল, বর্তমানে তার আসল স্ট্যাটাস বা কাজের অগ্রগতি ঠিক কী - তা এনটিএ-কে হলফনামায় পরিষ্কার করে জানাতে হবে। দুই, আদালতের তরফে জে. রাধাকৃষ্ণনকেও আগামী ৩ দিনের মধ্যে পৃথক একটি হলফনামা দিয়ে আদালতের সামনে খতিয়ান পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করে দেওয়া সেই হাই-পাওয়ার্ড কমিটির দেওয়া সুপারিশগুলি গ্রাউন্ড জিরোতে বাস্তবায়িত করতে প্রশাসন ঠিক কী কী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তার নিখুঁত বিবরণ দিতে হবে এই হলফনামায়। রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের মতে, এনটিএ-র ডিরেক্টর জেনারেল অভিষেক সিং যখন সংসদীয় কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে ‘সিস্টেমের বাইরে লিক’ হওয়ার অজুহাত দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই সুপ্রিম কোর্টের এই ৩ দিনের চরম ডেডলাইন কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের ওপর চাপ এক ধাক্কায় অনেক বাড়িয়ে দিল। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ হলফনামা আদালতে জমা পড়ার পরেই সুপ্রিম কোর্ট নিট মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করবে।

ফের অভিষেকের বাড়িতে গেল পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মেঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়িতে আচমকা পুলিশের উপস্থিতিকে ঘিরে সোমবার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। দুপুরবেলা শহরের ‘শান্তিনিকেতন’ নামে পরিচিত অভিষেকের বাসভবনে পৌঁছয় একদল পুলিশ আধিকারিক। হঠাৎ এই পুলিশি তপরতা ঘিরে কৌতূহল ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যেও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন যে দলটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যায়, তাদের সকলের পরনে নিয়মিত খাকি পোশাক ছিল না।

কয়েক জন আধিকারিককে সাধারণ পোশাকে দেখা যায়। আবার কয়েক জনের পরনে ছিল পুলিশের পরিচিত সাদা উর্দি। ফলে গোটা ঘটনাকে ঘিরে আরও রহস্য তৈরি হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে পুলিশ সেখানে গিয়েছিল, সে বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ কিংবা তৃণমূল - কোনও পক্ষের তরফেই এ নিয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করা হয়নি। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এই সফরের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েই এখন নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। এর আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল। তখন তাঁর বাড়ি থেকে স্ক্যানার যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছিল, ওই স্ক্যানারগুলি সরকারি সম্পত্তি হওয়ায় সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। নিরাপত্তার কারণে পুলিশ প্রশাসনের তরফে ওই যন্ত্র বসানো হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। সেই সময় অভিষেকের বাড়ির ভিতরে যে ধরনের স্ক্যানার বসানো ছিল, তা সাধারণত বিমানবন্দর, রেলস্টেশন কিংবা বড় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে দেখা যায়। ফলে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তখনও রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। সূত্রের খবর, সোমবারও পুলিশ আধিকারিকরা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই একটি গাড়ি গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, সেই গাড়িটি ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার নামে নথিভুক্ত। যদিও ওই গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে পুলিশের উপস্থিতির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

‘১০০ দিনে ম্যাজিক দেখাবে বিজেপি’

রাজ্যের শিল্প-বিনিয়োগ নিয়ে বড় আশ্বাসবার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মেঃ বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নবান্নের অলিন্দে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন - নতুন সরকারের জমানায় মুখ থুবড়ে পড়া রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগের হাল ফিরবে কীভাবে? ঠিক এই প্রসঙ্গেই সোমবার কলকাতার ‘ভারত চেম্বার অফ কমার্স’-এর মঞ্চ থেকে রাজ্যের শিল্পমহল ও বণিকসভাকে এক মস্ত বড় এবং আশাব্যঞ্জক ‘১০০ দিনের’ প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কলকাতার বুক থেকে বিগত বাম ও তৃণমূল জমানায় বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলির রাজ্য ছাড়ার ঐতিহাসিক ধাক্কাকে চূড়ান্ত লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়ে এদিন শমীক সাফ জানান, রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা এখনও গঠন না হলেও, নতুন সরকার বাংলায় এক লহমায় বিনিয়োগের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই শিল্পমহলকে এক মস্ত বড় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, ‘‘আজ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি। আগামী মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বা বড় ধামাকা করতে চলেছি, যা দেখার পর আপনারা প্রত্যেকে আমাদের নতুন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন।’’ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি মনে করিয়ে দেন, এই মাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র ভূমি। এটাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ-বান্ধব অঞ্চল হওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিগত জমানার অপশাসনে বাংলার সেই বিপুল সম্ভাবনা কোনও দিন ডানা মেলতেই পারেনি। আমরা এবার যা প্রয়োজনীয়, ঠিক তাই করব।’’ তিনি এও বার্তা দেন, খুব দ্রুত এমন সময়োপযোগী ও কড়া আইন তৈরি করা হবে, যা এ রাজ্যের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য চূড়ান্ত লাভদায়ক এবং সুরক্ষামূলক হবে। তবে শমীকের সংযোজন, এই কর্মযজ্ঞ কেবল একটি রাজনৈতিক দলে একা করতে পারা সম্ভব নয়। রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও আমজনতাকেও এই পরিবর্তনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে হবে। এদিন বাংলার শিল্পায়নের বেহাল দশা বোঝাতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প বা ‘এমএসএমই সেক্টরের বর্তমান করুণ অবস্থার এক জ্বলন্ত উদাহরণ টানেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘আমি নতুন ও বড় বিনিয়োগকারীদের বাংলায় আসার জন্য খোলা আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের নামে কী হচ্ছে? একটা সাধারণ পানের দোকান বা চায়ের দোকানকেও এমএসএমই-র তালিকায় রেজিস্টার্ড করিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে বাহবা নেওয়া হচ্ছে! এটাই কি আমাদের কাম্য ছিল? আমাদের এর চেয়ে অনেক উন্নত ও খাঁটি এমএসএমই পরিকাঠামো গড়তে হবে। একই সঙ্গে নতুন শিল্প গড়ার স্বার্থে রাজ্যে একটি অত্যন্ত সুসংহত এবং যুগোপযোগী ‘ল্যান্ড পলিসি’ বা ভূমি নীতি তৈরি করা জরুরি। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক খতিয়ান দিয়ে শমীক আক্ষেপের সুরে জানান, এক সময় শিল্পে ও অর্থনীতিতে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিত পশ্চিমবঙ্গ। আর আজ দেশের মোট এফডিআই-এর প্রায় ৩৬ শতাংশ যাচ্ছে একা মহারাষ্ট্রে, সেখানে কলকাতায় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের হার তলানিতে ঠেকে মাত্র ০.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে! এই চরম লজ্জার অবসান ঘটাতে নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এক বিশাল ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে খনিজ তেলের সন্ধান মেলা সত্ত্বেও তা নিয়ে বিগত সরকারের গড়িমসি এবং পরিকাঠামো স্তরের চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিয়ে এদিন সুর চড়ান রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট দূরদর্শিতা না থাকায় সেই প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি ইএম বাইপাসের ওপর চিংড়িঘাটা মেট্রো লাইনের কাজ বছরের পর বছর ধরে কেন আটকে রাখা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমরা এখন এক চূড়ান্ত ডিজিটাল যুগে বাস করছি। আমাদের রাজ্যকে দ্রুত ডেটা সেন্টার শিল্পে অংশ নিতে হবে এবং বাইরে থেকে আসা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভয়হীন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা এ রাজ্যে কোটি কোটি টাকা ঢালতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিগত সরকার প্রস্তুত ছিল না। তবে এবার আমরা তৈরি।’’

‘প্রতিহিংসার রাজনীতি করে কাউকে হেনস্থা করা হচ্ছে না তো?’

‘হোল্ডিং সেন্টার’ নিয়ে প্রশ্ন কুণাল-বাবুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মেঃ ছাব্বিশের নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রচার মঞ্চ থেকে রাজ্যজুড়ে ‘ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট’ নীতি কার্যকর করার এক মস্ত বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। আর বাংলায় ক্ষমতার অলিন্দে বদল ঘটতেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী সেই নীতিতে সিলমোহর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার গ্রাউন্ড জিরো-তে কার্যকর হতে শুরু করেছে নতুন সরকারের সেই কড়া রূপরেখা। মুর্শিদাবাদের লালগোলায় তৈরি হওয়া এক সরকারি ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ তিনজন বাংলাদেশিকে বন্দি করার খবর চাউর হতেই রাজ্য রাজনীতিতে এক বিশাল বিস্ফোরণ ঘটল। এই সংবেদনশীল ইস্যুতে নবান্নের নতুন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে অল-আউট আক্রমণে নেমে ক্ষোভ উগরে দিল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, অনুপ্রবেশ রুখতে ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সচল রাখতে রাজ্যের প্রতিটা জেলায় দ্রুত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। আর সেই কঠোর সরকারি নির্দেশিকা জারির পর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পার হতে না হতেই তা কার্যকর হয়ে গেল গ্রাউন্ড জিরোতে। মুর্শিদাবাদের লালগোলার ঐতিহাসিক ‘পদ্মভবন’-এর তিনতলায় তড়িঘড়ি যে হোল্ডিং সেন্টারটি গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যেই ৩ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশিকে এনে কড়া পাহারায় আটকে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই সেন্টারে বন্দি থাকা ৩ জনই পুরুষ এবং তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তবে তাঁদের সুনির্দিষ্ট নাম-পরিচয় বা অন্য কোনও গোপন তথ্য এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি। নতুন সরকারের এই চরম ‘অ্যাকশন’কে বিন্দুমাত্র রেয়াত করতে রাজি নয় জোড়াফুল শিবির। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে লালগোলার এই ঘটনার তীব্র

বিরোধিতা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং বাবুল সুপ্রিয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী ও ওঁর প্রশাসন মুখে একে যতই ভাল নামে ‘হোল্ডিং সেন্টার’ বলুক না কেন, এটা আদতে ‘ডিটেনশন সেন্টার’ ছাড়া আর কিছুই নয়! অসমের পর এবার বাংলাতেও এরা এই বিভেদের রাজনীতি আমদানি করছে। আমরা প্রথম থেকেই এই ধরণের অমানবিক ও বেআইনি ডিটেনশন সেন্টারের তীব্র বিরোধিতা করে আসছি এবং আগামী দিনেও করব।’’ লালগোলার এই ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের পাল্টা বক্তব্য, ‘‘যদি সত্যিই কোনও ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাটিতে ঢুকে থাকে, তবে সেই ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সীমান্ত পাহারার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ-এর। এর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের কোনও সম্পর্কই নেই। কুণাল মনে করান, যদি কেউ বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তবে তাঁকে দেশের আইন মেনে পুশব্যাক করার একটি সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, অনুপ্রবেশকারীকে প্রথমে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করতে হয়। আদালত সমস্ত নথি দেখে তাঁকে সংশোধনাগারে পাঠাবে এবং তারপর দুই দেশের কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে জেল থেকে নির্দিষ্ট আইনি চেইনে পুশব্যাক করা হয়। এটাই দস্তুর, এই নিয়ম নতুন নয়। কিন্তু নতুন সরকারের পুলিশ যেভাবে তড়িঘড়ি আদালতের ট্রায়াল ছাড়াই এই ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এর খাঁচায় মানুষকে পুরছে, তা নিয়ে বড়সড় চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ‘‘এই মুহূর্তে বাংলায় বহু মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থগিত বা হোল্ড করে রেখে দেওয়া হয়েছে। ফলে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশ্রয় নিয়ে খোদ এ দেশেরই কোনও বৈধ নাগরিককে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে এই হোল্ডিং সেন্টারে ফেলে হেনস্থা করা হচ্ছে কিনা, তা কে সুনিশ্চিত করবে? তাড়াহুড়ো করে এই বেআইনি প্রক্রিয়ায় বড় ভুল হচ্ছে এবং বহু নিরীহ মানুষ হেনস্থার শিকার হচ্ছেন।’’ সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রের মোদি সরকারকে এক যোগে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয়ও। সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি পুশব্যাক সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রের নতিস্বীকারের প্রসঙ্গ টেনে বাবুল বলেন, ‘‘স্রেফ সন্দেহের বশে বা গায়ের জোরে কীভাবে কাউকে এভাবে আটকে রাখা যায়? তাহলে সীমান্ত পাহারার নামে বিএসএফ এতদিন কী করছিল? অনুপ্রবেশ আটকাতে হলে তো তা দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তেই আটকানো উচিত ছিল। এখন তো বিএসএফ-কে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত জমি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই মুহূর্তে তো কেন্দ্র এবং রাজ্য - দুই জায়গাতেই ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকার চলছে! তাহলে এত ফাঁক গলে অনুপ্রবেশ হচ্ছে কী করে।’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণে যখন কেন্দ্রকে পুশব্যাক করা ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার মুচলেকা দিতে হচ্ছে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদের লালগোলায় শুভেন্দু সরকারের এই ‘হোল্ডিং সেন্টার’ চালু করা রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ ও আইনি লড়াইয়ের জন্ম দিল।

রাসবিহারী বসুর অদম্য সাহস দেশ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে ঃ মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় অমিত শাহ জানান, রাসবিহারী বসুর অদম্য সাহস দেশ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে জানান, মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মজয়ন্তীতে জানাই শত কোটি প্রণাম। রাসবিহারী বসু তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ' আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং গদর আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতেও ভারতীয়দের সংগঠিত করে স্বাধীনতার অগ্নিশিখাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। রাসবিহারী বসু স্বাধীনতাকে দেশের প্রতিটি মানুষের অটুট সংকল্পে পরিণত করেছিলেন। তাঁর অদম্য সাহস ও মাতৃভূমির প্রতি অসীম আত্মনিবেদনকে দেশ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

হোল্ডিং সেন্টারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত গিরিরাজের, বিঁধলেন তৃণমূলকে

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মে ঃ বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা সন্দেহে ধৃতদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় ' হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। ওই সমস্ত ' হোল্ডিং সেন্টার'-এ সন্দেহভাজনদের আটক করে ৩০ দিন রাখা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে সোমবার গিরিরাজ সিং বলেন, এটা একটা ভালো বিষয়। তৃণমূল সরকারের এই কাজটা ১৫ বছর আগেই করা উচিত ছিল। এই লোকজন ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের লাল গালিচা বিছিয়ে দিয়েছিল। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে, মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুযায়ী কাজ করছেন।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে গিরিরাজ সিং এদিন বলেন, রাহুল গান্ধী ভারত দেশটিকে বোঝেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে যুবকদের উসকানি দিতে, অশান্তি সৃষ্টি করতে এবং সরকারের পতন ঘটাতে চান। কিন্তু এই দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভালোবাসে।

মৃদু ভূমিকম্প উত্তরপূর্বের নাগাল্যান্ডে

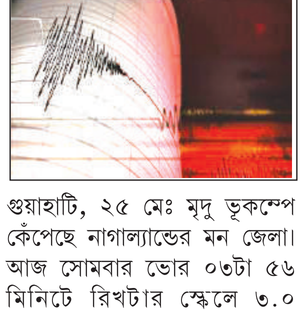

গুয়াহাটি, ২৫ মেঃ মৃদু ভূকম্পে কেঁপেছে নাগাল্যান্ডের মন জেলা। আজ সোমবার ভোর ০৩টা ৫৬ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৩.০ প্রাবল্যের ভূকম্পন ধরা পড়েছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, আজ সোমবার ভোর ভারতীয় সময় ০০ঃ৩৫ঃ৬টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল নাগাল্যান্ডের মন জেলার ৫৭ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৬৬ও উত্তর অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ ৯৫.০৮৫ও পূর্বে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত এক মাসের মধ্যে এ পর্যন্ত আটবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লিতে এক হাজার কোটি টাকার জল ও নিকাশি প্রকল্পে অনুমোদন, বসছে ১২টি নতুন স্যুয়েজ প্ল্যান্ট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫মে ঃ দিল্লিতে জল ব্যবস্থাপনা, নিকাশি পরিশোধন ও পানীয় জলের সরবরাহ আরও শক্তিশালী করতে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পে অনুমোদন দিল দিল্লি সরকার। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই ঘোষণা করেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, নজফগড় এলাকায় ১২টি নতুন ডিসেন্ট্রালাইজড স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ডিএসটিপি) স্থাপন করা হবে। প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া এই প্ল্যান্ট গুলির মোট ক্ষমতা হবে ৪৬.৫ এমজিডি। কেন্দ্র সরকারের ' অমৃত 'প্রকল্পের আওতায় এগুলি নির্মাণ করা হবে। মিত্রাউঁ এলাকায় ১৭ এমজিডি ক্ষমতার একটি বড় প্ল্যান্ট তৈরি হবে। এছাড়াও কেয়ার, কাংগনহেড়ি, ককরোলা, দিচাউঁ কলাঁ, গালিবপুর, সারংপুর, শিকারপুর, হাসানপুর, জাফরপুর, কাজিপুর ও খেড়া ডাবর এলাকায় একাধিক প্ল্যান্ট বসানো হবে।সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১টিরও বেশি অননুমোদিত কলোনি, ৩৫টি গ্রাম এবং প্রায় সাত লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি অপরিশোধিত নিকাশি যাতে নজফগড় ড্রেনে না যায়, তা নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে যমুনা পরিষ্কার রাখার কাজেও গতি আসবে।এছাড়া কেশোপুর সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ক্ষমতা ১২ এমজিডি থেকে বাড়িয়ে ১৮ এমজিডি করা হবে। প্রায় ১২২ কোটি টাকার এই প্রকল্পে আধুনিক মানের জল পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। আগামী ১১ বছর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।ভূগর্ভস্থ জলের স্তর উন্নত করতে ও জল সংরক্ষণ বাড়াতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্পকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। দিল্লি জল বোর্ড বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সহযোগিতায় নতুন রেন ওয়াটার হারভেস্টিং কাঠামো তৈরি এবং পুরনো কাঠামো সংস্কারের কাজ করবে। এ জন্য বিশেষজ্ঞ ও সামাজিক কর্মীও নিয়োগ করা হবে।ত্রিলোকপুরী এলাকায় প্রায় ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরনো ট্রাঙ্ক সিউয়ার লাইনের পুনর্গঠন করা হবে। একইসঙ্গে শাহদরার রোহতাস নগরে নতুন ভূগর্ভস্থ জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে। প্রায় ২৭ কোটি টাকার এই প্রকল্পে স্থানীয় জল সরবরাহ আরও উন্নত হবে।

সিবিএসই-র পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষার অন্তর্ভুক্তির প্রশংসা বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর

পটনা(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মে ঃ সিবিএসই-র পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষার অন্তর্ভুক্তির প্রশংসা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে সিবিএসই পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।সোমবার তিনি জানান, প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সিবিএসই পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষার অন্তর্ভুক্তি মিথিলার সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভাষাগত গৌরবের জন্য গর্বের বিষয়। মিথিলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মাতৃভাষা মৈথিলীকে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার ক্রমাগত নতুন শক্তি অর্জন করছে। এই সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র মৈথিলী ভাষাকে একটি নতুন পরিচয় ও সম্মান দেবে না, বরং ভবিষ্য প্রজন্মকে তাদের মাতৃভাষা, সংস্কৃতি এবং শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যমও হয়ে উঠবে।

সোমবার সকালে উঠলো শেয়ার বাজার, ঘুরে দাঁড়ালো টাকা

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মে ঃ আমেরিকা-ইরানের মধ্যে শান্তিচুক্তির সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দর এক ধাক্কায় ব্যারেল প্রতি ৯৮ ডলারের নীচে নেমে যাওয়ায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে সোমবার অনেকটা উঠেছে। সোমবার সকালে বাজারের লেনদেনের শুরুতে সেনসেক্স ৯০৮.৯৮ পয়েন্ট বেড়ে ৭৬,৩১৭.৮৫-তে পৌঁছেছে। নিফটি ২৬২.৬৫ পয়েন্ট বেড়ে ২৩,৯৭৭.৭০-এ উঠেছে।এদিকে, গত সপ্তাহের ডলারের সাপেক্ষে ৯৭-এর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় মুদ্রা। সেই পর্যায় থেকে গত কয়েকটি লেনদেনে উন্নতি হয়েছে টাকার। সোমবার সকালে লেনদেনের শুরুতে ৪০ পয়সা কমে আমেরিকার মুদ্রার দাম দাঁড়িয়েছে ৯৫.২০ টাকা। বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যাওয়া এবং আমেরিকা-ইরানের মধ্যে শান্তিচুক্তির সম্ভাবনায় টাকার দাম শক্তিশালী হয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের খবর সূত্র থেকে জানি।

ত্রিপুরা সরকারের তিন দফতরে ৮১টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

আগরতলা, ২৫ মে ঃ ত্রিপুরায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনটি দফতরে মোট ৮১টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য জানান রাজ্য মন্ত্রিসভার মুখপাত্র তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।মন্ত্রী জানান, পূর্ত দফতর, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং অর্থ দফতরের অধীন ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা বিভিন্ন পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ত দফতরে ২৬টি এলডিসি (লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক) পদ পূরণ করা হবে।সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে। এই দফতরে মোট ৫০টি শূন্যপদ পূরণের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বিভিন্ন শ্রেণির এই পদগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রান্সলেটর, রিপোর্টার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কালচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফটোগ্রাফার, ফোক আর্টিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান এবং এলডিসি পদ।এছাড়াও অর্থ দফতরের অধীন ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিভাগে ৫ জন স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে বলে জানান তিনি। সরকারের এই সিদ্ধান্তে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে জ্বালানি পর্যন্ত সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং বাজার পরিস্থিতির উপর সরকার কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।তিনি জানান, মূল্যবৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকট রুখতে টাস্কফোর্স এবং মহকুমা শাসকরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন। কোথাও অনিয়ম বা অভিযোগ পেলেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং জরিমানাও করা হচ্ছে। মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, নিয়ম ভাঙলে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ানোর চেষ্টা করলে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।অন্যদিকে, ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও মুখ খোলেন মন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমানে ছবিমুড়ার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। কিছুদিন আগে সেখানে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও তা এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে যে সোসাইটি ছবিমুড়ার বোটিং পরিষেবা পরিচালনা করছে, তাদের সঙ্গে রাজ্য পর্যটন দফতরের ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় তিপ্রা মথার কয়েকজন সদস্যকেও ওই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৪১ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৪১ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীমান মধুসূদন দে মহাশয়। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অথচ আজ আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। এরপর শিক্ষক মহাশয় রাসবিহারী বসুর জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।একদিন ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন- মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এসে গৌড় রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছাত্র প্রতিবাদ করল। মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এর পক্ষে একটি সুরক্ষিত রাজধানী দখল করা সম্ভব নয়। ছাত্রটি বলল- স্যার, এভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো উচিত নয়। শিক্ষক মহাশয় অবাক হলেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। ছাত্রটি কে কঠোর শাস্তি দিলেন। ছাত্রটি রাগে স্কুল ত্যাগ করেছিল। ছাত্রটি ভেবেছিল- প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে কোনো লাভ নেই। ছাত্রটি ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।রাসবিহারী বসু এক মহান বিপ্লবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবীর বিপ্লবী। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র - এই নীতি অনুসরণ করে বিদেশের সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তির উপর আঘাত হেনে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ২৫ শে মে। জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার সুবলদাহ গ্রাম। পিতা বিনোদবিহারী বসু। পিতামহ কালীচরণ বসু। তিনি লাঠিয়াল ছিলেন। বিনোদবিহারী বাস করতেন সিমলাতে। পরে তিনি চন্দননগরে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে থাকেন। তখন চন্দননগরে একাধিক বিপ্লবী লুকিয়ে থাকতেন। এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী চারু রায়। তিনি রাসবিহারীকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হল দেশের স্বাধীনতা। যোগাযোগ হল মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীনের সঙ্গে। বাঘা যতীনের পরামর্শে রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।ভডরাসবিহারী ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক । তিনি লাহোর, অমৃতসর, মিরাট, দিল্লি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সকল বিপ্লবী তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। কখনো এক শিখ পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের বেশে। কখনো তিনি শেরওয়ানি চোস্ত পরা আফগান। কখনো কোট হ্যাট পরা এক ইংরেজ সাহেব। শুধু ছদ্মবেশে নয়, তার নামটাও কতবার পাল্টাতে হয়েছিল। বেশিরভাগ জায়গায় দরবারী সিং ও সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন।রাসবিহারী বসু অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ উপর আক্রমণ করা হয়। স্থানটি ছিল দিল্লির চাঁদনী চক এলাকা। হার্ডিঞ্জ বোমার আঘাতে আহত হলেন। রাসবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। ফিরে গেলেন দেরাদুনে। এরপর তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতা পুলিশ আগেই খবর পেয়ে গেছে।। কিন্তু রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না। অনেকের চোখে পড়ল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ আপন মনে রাস্তার পাশে বারান্দায় বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। এইভাবে তিনি বারবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছেন।১৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী বসু বৃহত্তম পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করলেন ।এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু পরিকল্পনা সফল হল না। কিছু দেশদ্রোহী ছিল এই বিফলতার কারণ। এর ফলে অনেক বিপ্লবীকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।তবু রাসবিহারী হতাশ হলেন না ।তিনি জানতেন বিফলতার সোপান পার হয়ে সফলতার শিখরে উঠতে হয়।রাসবিহারী বসু কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন। এলেন বাংলায় ।শুরু হল নতুন পরিকল্পনা ।কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁর নামে হুলিয়া জারি করা হল। তিনি দেশ ছাড়লেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়লেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি পি.এন .ঠাকুর ছদ্মনামে জাহাজে উঠলেন ।পুলিশ কমিশনার টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গেল। শুরু হয় .জাহাজে তল্লাশি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট রাসবিহারীর সামনে এলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না ।জাহাজে বসে রাসবিহারী তখন সিগারেট টানতে টানতে বই পড়ছেন। পুলিশ কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী দেশের বাইরে চলে গেলেন।রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে কোবে বন্দরে নামলেন। জাপান থেকে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। স্থাপন করলেন টোকিও ইন্ডিয়ান লীগ। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম বেজে উঠল। রাসবিহারী এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলেন ।ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানের যুদ্ধে বন্দি ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসু কে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান পদে বসানো হল।কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালের ২ রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন এবং ৪ঠা জুলাই তারিখে রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার পরামর্শ দাতার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াই করার জন্য অস্ত্র। নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। তাঁর মত বিপ্লবীর অসাধ্য সাধনার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সমগ্র এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ২১শে জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে টোকিওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাস বিহারী ছিলেন অগ্নি যুদ্ধের অগ্নিশ্বর। তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অপরাজেয় রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী আন্দোলন সোনার অক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে। বাংলার তরুণ প্রজন্মের কাছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর অবদান বেশি করে পৌঁছে দেওয়া উচিত বলে শিক্ষক মহাশয় মনে করেন।

জনতার দরবারে চাকরি প্রার্থীদের ভিড়, মুখ্যমন্ত্রী শুনলেন অভাব-অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ মে ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন প্রত্যেক সোমবার 'জনতার দরবার' করার কথা। সেই মতোই সোমবার সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে বসেছে জনতার দরবার। সেখানে ইতিমধ্যেই কয়েকশো চাকরিপ্রার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন সেখানে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে ' জনতার দরবার'-এ ভিড় করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। সল্টলেকে বিজেপির দফতরের সামনে তাঁরা জড়ো হন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছেন একে একে। চাকরিপ্রার্থীদের মোট ১৫টি সংগঠনের প্রতিনিধি সোমবার সকালে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রী সবার অভাব-অভিযোগ শুনেছেন।

ফের মহার্ঘ পেট্রোল ও ডিজেল, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মে ঃ পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের ব্যবধানে সোমবার চতুর্থবার বাড়ল জ্বালানির দাম। সোমবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ২.৬১ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ২.৭১ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশের রাজধানী শহরে পেট্রলের নতুন দাম ১০২.১২ টাকা। ডিজেল সেখানে বিক্রি হচ্ছে ৯৫.২০ টাকায়। এই দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও এক ক্রেতা বলেন, এটা ঠিক আছে। দেশকে বাঁচাতে সরকারের যা যা করা দরকার, তাই করা উচিত। এটা ইজরায়েল যুদ্ধের কারণেই হয়েছে।কলকাতাতেও পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে। লিটার প্রতি ২.৮৭ টাকা বেড়ে কলকাতায় পেট্রলের নতুন দাম হয়েছে ১১৩.৫১ টাকা। লিটার প্রতি ২.৮০ টাকা বেড়ে ডিজেলের দাম কলকাতায় হয়েছে ৯৯.৮২ টাকা। এ ছাড়া, মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১১১.১৮ টাকায়, দাম বেড়েছে ২.৭২ টাকা। চেন্নাইতে ২.৪৬ টাকা বৃদ্ধির পর এক লিটার পেট্রোলের নতুন দাম ১০৭.৭৭ টাকা। মুম্বইতে ডিজেলের দাম বেড়েছে ২.৮১ টাকা। ৯৭.৮৩ টাকায় এক লিটার ডিজেল সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। চেন্নাইতে ডিজেলের দাম ২.৫৭ টাকা বেড়ে প্রতি লিটারের নতুন দাম হয়েছে ৯৯.৫৫ টাকা। এছাড়াও গুজরাট, রাজস্থান-সহ দেশের সর্বত্রই বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম।

২০২৬ ডেঙ্গু সচেতনতায় প্রথম পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভায়

রূপম রায়, হুগলীঃআর কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষা আসতে চলেছে, তার আগে ডেঙ্গু অভিযান নিয়ে হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু অভিযান প্রসঙ্গে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। আগামী ১ জুন থেকে ডেঙ্গু অভিযানের কাজ শুরু হতে চলেছে। সাধারণ মানুষকে ও পৌরবাসীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্যই এই ডেঙ্গু অভিযান। আজ এই ডেঙ্গু সচেতনতা প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জয়দেব অধিকারী, উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক বৃন্দরা।আজ এই বৈঠক প্রসঙ্গে হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক তথা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি জয়দেব অধিকারী জানান আগামী ১ জুন থেকে ডেঙ্গু সচেতনতার কাজ শুরু হবে তার আগে আজ প্রথম পর্যায়ের বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করেছি। ডেঙ্গু অভিযানে হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রায় ২০০ নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধু এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন আমাদের যে কর্মচারীরা ডেঙ্গু অভিযানে কাজ করবেন তাদেরকে সহযোগিতা করবেন পাশাপাশি আপনারাও কোথাও জল জমতে দেবেন না মশার লার্ভা যাতে কোনোভাবে কোনো জমে থাকা জলে না সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে নজর রাখবেন। পাশাপাশি জয়দেব বাবু বলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ড ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা গলির মধ্যে হাওয়ায় ড্রোনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিষয়টি নজরদারি করা হবে। সাধারণ মানুষকে সুস্থ ও ভালো রাখার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নিতে চলেছে হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা। খবর সূত্র থেকে জানান

ইরান ও রাশিয়া থেকে তেল না কেনায় কি বাধ্যবাধকতা, মোদীকে প্রশ্ন কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মে ঃ পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমতাবস্থায় কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে কেজরিওয়ালের প্রশ্ন, ইরান ও রাশিয়া থেকে তেল না কেনায় কি বাধ্যবাধকতা রয়েছে মোদীজি?সোমবার এক ভিডিও বার্তায় কেজরিওয়াল বলেন, তেলের দাম আবার বেড়েছে। আমরা এখনও রাশিয়া ও ইরান থেকে সস্তা তেল কিনছি না। কী বাধ্যবাধকতা মোদী জি? কেজরিওয়াল বলেন, বর্তমানে ১৪০ কোটি মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। তাঁরা সংসারের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। কেজরিওয়াল যুক্তি দেন, রাশিয়া ও ইরান থেকে কম দামে তেল ও গ্যাস আমদানি করলে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর বোঝা কমতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হতে পারে। তিনি আরও দাবি করেন, রাশিয়া ও ইরান উভয়ই ভারতকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সস্তা জ্বালানি সরবরাহ করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানতে চান, এই প্রস্তাবগুলোর সুবিধা নিতে সরকারকে কী বাধা দিচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন, যখন নাগরিকরা দাবি করছেন এবং এই দেশগুলো সস্তা ও পর্যাপ্ত সরবরাহ দিচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া ও ইরান থেকে তেল ও গ্যাস কিনতে বাধা দিচ্ছে এমন প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে গঠিত আপিল ট্রাইবুনালগুলি এখনও পর্যন্ত সাড়ে ছ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে গঠিত আপিল ট্রাইবুনালগুলি এখনও পর্যন্ত সাড়ে ছ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় চার হাজার দুশ জনের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া মামলার ৬১ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পক্ষেই রায় দিয়েছে ট্রাইবুনাল।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ২০ মার্চ এই আপিল ট্রাইবুনালগুলি গঠন করা হয়। বর্তমানে রাজ্যে ১৯টির মধ্যে ১২টি ট্রাইবুনাল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫ লক্ষ আপিল জমা পড়েছে বলে খবর থেকে জানা।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা তোমার জন্য উসাহ আর শক্তিতে ভরা থাকবে। তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা তোমাকে তোমার লক্ষ্যগুলোর দিকে দ্রুত এগোতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে তোমার কঠোর পরিশ্রম ভালো ফলাফল আনতে পারে, তাই ইতিবাচক মনোভাব রাখো।শুভদিন

বৃষঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন। এই জন্য, আপনি আপনার বিশ্বস্ত বিশ্বাসী পরামর্শ করা উচিত। পারিবারিক অনুষ্ঠান নতুন বন্ধু বানাবে। কিন্তু আপনি নির্বাচনে সতর্ক হোন।।বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর শক্তিতে ভরা থাকবে। আপনার উসাহ আপনার কাজে ভালভাবে ফুটে উঠবে, তাই নতুন কোনও প্রকল্প শুরু করার জন্য সময়টা ভাল। শুভ দিন হবে

কর্কট রাশি ঃআবেগের দিক থেকে আপনি খুব একটা স্থিতিশীল থাকবেন না-কাজেই অন্যদের সামনে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কিছু বলছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অর্থ ব্যয়।

সিংহঃআজকের দিনটা ইতিবাচকতা আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী আর উদ্যমী বোধ করবেন, আর সেটা আপনার কাজে ফুটে উঠবে। প্রেম আসতে পারে।

কন্যাঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা স্কুল প্রকল্পের জন্য কিছু পরামর্শ চাইতে পারে। আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাথে সাক্ষা করায় প্রেম আপনার মন আচ্ছন্ন করে রাখবে।

তুলাঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। অর্থব্যয়।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।

ধনুঃ সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে।

মকরঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। শুভদিন।

কুম্ভঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রহনির্ভর স্থান আজ আপনার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং, আপনার অর্থ নিরাপদ রাখুন। প্রেম আসতে পারে

মীনঃআজকের দিনটা নতুন সুযোগ আর পজিটিভ পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আপনি অনুপ্রাণিত আর এনার্জেটিক ফিল করবেন, যাতে আপনার ক্রিয়েটিভ আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। পার্সোনাল রিলেশনশিপ ভাল হবে, আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটালে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে অসহ্য দহনজ্বালা কমছেই না। মাত্রাতিরিক্ত গরমে দুর্বিষহ অবস্থা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরমের দাপট আরও বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬ মে পর্যন্ত গরম থেকে সেভাবে রেহাই মিলবে না। তবে, ২৭ থেকে ২৯ মে-র মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট বাড়বে।আগামী ৩ দিনের তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ থাকবে। আর্দ্রতার জন্যই এই অস্বস্তি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে, ২৭ তারিখের পর বদলাবে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, উত্তরবঙ্গে ২৭ তারিখের পর কমবে বৃষ্টি। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.১ ডিগ্রি বেশি।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪১মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২ টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে।

শালিমার স্টেশনের পার্কিং জোনে উত্তেজনা, 'তোলা' না পেয়ে হামলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৫ মে ঃ হাওড়ার শালিমার স্টেশন লাগোয়া পার্কিং জোনে উত্তেজনা। দাবিমতো 'তোলা'র টাকা না পেয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আহত ২। পার্কিংয়ের এক কর্মী সহ দু'জনকে ধারালো ব্লেড জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে। আহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। রবিবারের ওই গন্ডগোলের ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে। পার্কিংয়ের আহত কর্মীর অভিযোগ, রবিবার বেশ কিছু দুষ্কৃতী পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা চায়। তা টাকা দিতে অস্বীকার করায় দলবল নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনায় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এজেসি বোস বি গার্ডেন থানার পুলিশ। জানা গেছে, শালিমার স্টেশনের পার্কিংয়ে দাবিমতো তোলা না দেওয়ায় পার্কিং কর্মচারী এবং তাঁর দাদাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ব্লেডের আঘাতে আহত হন ২ জন। ঘটনার তদন্তে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে শালিমার স্টেশন লাগোয়া পার্কিং জোনে। দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় হঠাৎই তাকে বেধড়ক মারধর করে। ব্লেড দিয়ে তাঁকে মাথায় এবং মুখে আঘাত করা হয়। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তাঁর দাদা টোটো চালক রাজা কুমার সাউ ভাইকে বাঁচাতে ছুটে আসেন। তখন তার উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতিরা। দুষ্কৃতি আক্রমণে দুজনেই আহত হন। গোটা ঘটনা সিসি ক্যামেরা বন্দী হয়। পরে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বি জে পি'-র শিক্ষার্থী বরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারহাটি, ২৫ মে ঃ সদ্য সরকার গড়া ভারতীয় জনতা পার্টি কামারহাটির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে অভিনব বিজয় উৎসব পালিত হল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন বি জে পি 'র রাজ্যের সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি সহ কামারহাটির বিধানসভার বি জে পি প্রার্থী অরূপ চৌধুরী এবং মণ্ডল সভাপতি , বুথ কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ বিশিষ্টরা। এই উদ্যোগ স্থানীয় অঞ্চলেও প্রশংসিত হয়।

সমবায় ব্যাংকের ট্রেনিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারহাটি, ২৫ মে ঃ ১৯-২১ মে ৩ দিনের কে ওয়াই সি এবং মানি লন্ডারিং-এর উপর কলকাতা ইকমার্ড ভবনে নাবার্ড এর ব্যাবস্থাপনায় ট্রেনিং নিলেন বাংলা বিভিন্ন জেলা থেকে ৩৮ জন ও ২ জন গভট অফিসার নিয়ে মোট ৪০ জন। মূল বিষয় কে ওয়াই সি এবং মানি লন্ডারিং-এর উপর জোর দিতে হবে বর্তমানে কালো টাকা আটকাতে বা ব্যাংক এ সাধারণ মানুষের টাকা সুরক্ষিত করার জন্য। ৩ দিনের ট্রেনিং এর থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ ছিল ফ্রি। ট্রেনিংএর সূচনা তে উপস্থিত ছিলেন ব্রজেশ কুমার সিং, প্রিন্সিপাল ইকমার্ড এন্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বারস ইকমার্ড। ৩ দিনের ক্লাস নিয়েছেন যারা শ্রী সায়ক আচারিয়া এ জি এম অ্যাডমিন ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইকমার্ড, শ্রী গৌতম গাঙ্গুলী এ এফ এম ইকমার্ড, শ্রী অপূর্ব সেন সি ই ও, ইস্টার্ন রেলওয়ে এমপ্লয়ীস কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড,শ্রী সুমন দাসগুপ্ত এ আর সি এস এবং এফ এম ইকমার্ড, ৩ দিনের এই ক্লাস এ বর্তমান কিভাবে সমবায় ব্যাবস্থাপনায় সাইভার ক্রাইম হাত থেকে সাধারণ মানুষের জমানো টাকা সুরক্ষিত করা যায় সেই দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ব্যাঙ্কিং অম্বুর্সমেন্ট ও কনসিউমার ফোরাম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মে ঃ শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী রূপায়ন ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দিল্লি যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে আগামী ১১ই জুন নতুন দিল্লীতে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আজ নীতি আয়োগের সচিব পর্যায়ের এক ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও নবান্ন থেকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে সুশাসন ও জনমুখী নীতি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন এর উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হাসপাতাল চত্বরে কড়া নজরদারি, শুভেন্দুর নির্দেশের পরেই চালু হচ্ছে রঙভিত্তিক বিশেষ আই কার্ড ব্যবস্থা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মে ঃ সরকারি হাসপাতালগুলিতে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য, অনুপ্রবেশ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। হাসপাতালের কর্মীদের জন্য এবার চালু হতে চলেছে বিশেষ রঙভিত্তিক পরিচয়পত্র বা আই কার্ড ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব গ্রহণের পরেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সরকারি হাসপাতালগুলিকে আরও সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ করতে কর্মীদের জন্য আলাদা পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা হবে। সেই ঘোষণার পর স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগের কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট রঙের আই কার্ড তৈরি করা হচ্ছে, যাতে সহজেই চিহ্নিত করা যায় কে কোন বিভাগের কর্মী। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ল্যাবরেটরিতে কর্মরতদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে কমলা রঙের আই কার্ড। সহকারী অধ্যাপকদের জন্য থাকবে বেগুনি রঙ, প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য কালো, নার্সদের জন্য খয়েরি, নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য মেরুন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য সবুজ রঙের পরিচয়পত্র। এছাড়াও হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের জন্য থাকছে হলুদ রঙের আই কার্ড। আউটসোর্সিং কর্মীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে নীল রঙের পরিচয়পত্র। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচয়পত্র ছাড়া হাসপাতালের নির্দিষ্ট অংশে প্রবেশ করা যাবে না। এর মাধ্যমে হাসপাতালের ভিতরে বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। এসএসকেএম হাসপাতাল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্প কার্যকর করতে হাসপাতালের প্রতিটি ভবনের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকই পুরো ব্যবস্থার সমন্বয় এবং তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ, পৃথক অফিস ডেস্ক এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিগত সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য আইটি কর্মী নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। ওয়েবেল-এর মাধ্যমে এই প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। পরিচয়পত্র তৈরির জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সোমবার, ২৫ মে থেকেই রেজিস্ট্রেশন চালু করার কথা বলা হয়েছে এবং আগামী ২৮ মে-র মধ্যে সেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতালগুলিকে বলা হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা যেমন আরও জোরদার হবে, তেমনই কর্মীদের পরিচয় নির্ধারণ করাও অনেক সহজ হবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। একই সঙ্গে দালালচক্র এবং ভুয়ো পরিচয়ে হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশের ঘটনাও অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে বলেই প্রশাসনের আশা।

শিল্পের অবদানে মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় নেই মমতার নাম! চেম্বার অফ কমার্সের বার্তা ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মেঃ বাংলার শিল্পোন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ নিয়ে ফের নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হল। এবার সেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পের জন্য অবদানের প্রসঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে একেবারেই বাদ রাখা হয়েছে তাঁর নাম। আর এই ঘটনাকেই ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে চেম্বার অফ কমার্সের তরফে রাজ্যে কাটমানি এবং সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন বার্তাতেই উঠে আসে এক বিস্ফোরক মন্তব্য। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, শিল্প এবং জমি নীতি নিয়ে আগের সরকারের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও শিল্পোন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনও নীতি ছিল না। ফলে বাংলায় নতুন করে বিনিয়োগ বা শিল্প গড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি হয়নি। চেম্বারের তরফে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়, তদশ বছর আগে, ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সৌজন্যময় উপস্থিতিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান 'ভারত চেম্বার্স'-এর উদ্বোধন হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুখ্যমন্ত্রী 'ভদ্রলোক' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী পি. সি. সেন, শ্রী অজয় কুমার মুখার্জি, শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রী জ্যোতি বসু এবং শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য; সকলেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চেম্বারের বিভিন্ন স্মরণীয় অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমাদের রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যদিও আমার পূর্বসূরিরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমাদের চেম্বারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক, যদিও মহামারী ও ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগের সময় আমরা রাজ্য সরকারকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছি। আমরা সবসময় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি, অথচ একই সঙ্গে শিল্পোন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সহায়তার ক্ষেত্রে নিজেদের অসহায় অবস্থায় পেয়েছি।দ এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জমি নীতি। কোনও শিল্পপতি বিনিয়োগ করতে চাইলে কৃষকদের কাছ থেকে জমি নেওয়া নিয়েও নানা জটিলতার মুখে পড়তে হত। তাঁর দাবি, আগের সরকার কখনও সুস্পষ্ট জমি নীতি তৈরি করেনি। ফলে শিল্পপতিরা বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়েছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বলব এবার এখানে বিনিয়োগ করুন। জমির জন্যে জমি নীতি তৈরি করার কাজ চলছে। আগের সরকার জমি নীতি করতে দেয়নি। কিন্তু আমাদের এখন সরকার এবং পার্টি আলাদা। এক নয়। বিনিয়োগ করতে চাইছেন অনেকে। জমি নীটি নিয়ে তাই কাজ চলছে। আমরা চাই বাইরে থেকে আরও বিনিয়োগ আসুক। ১০০ দিনের মধ্যে ব্যবসায়ীরা দেখতে পাবেন কী পরিবর্তন হচ্ছে। এটা আমাদের কমিটমেন্ট। আমরা চাই বাংলা হোক ব্যবসায়ীদের, ব্যবসার ডেস্টিনেশন।' এদিনঅনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন,দআমি সরকারের কেউ নেই। আমি পার্টির তরফে এসেছি। আমি একজন সংসদও। আমি আপনাদের জন্যে ব্রিজ হয়ে কাজ করব।দ এই মন্তব্য ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিশেষ করে শিল্পের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাদ পড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা তুঙ্গে উঠেছে।

উত্তর বারাকপুর পুরসভায় প্রশাসনিক সংকট, তৃণমূল কাউন্সিলরদের গণ ইস্তফায় চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় একের পর এক ইস্তফার ঘটনায় চাপে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার উত্তর ২৪ পরগনার উত্তর বারাকপুর পুরসভাতেও দেখা দিল বড়সড় রাজনৈতিক সংকট। সোমবার একযোগে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের ১৫ জন কাউন্সিলর। শুধু কাউন্সিলররাই নন, পরিস্থিতির দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন পুরপ্রধানও। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ২৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত উত্তর বারাকপুর পুরসভায় আগে থেকেই তিনজন কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছিল। তার মধ্যেই আরও ১৫ জন কাউন্সিলরের একসঙ্গে পদত্যাগে কার্যত প্রশাসনিক সংকট তৈরি হয়েছে পুরসভায়। জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনে পুরসভা এলাকায় দলের খারাপ ফলাফলের দায় স্বীকার করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। যদিও এই গণ ইস্তফার নেপথ্যে শুধুই নির্বাচনী ফলাফল নাকি দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও রয়েছে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই একের পর এক পুরসভায় তৃণমূল কাউন্সিলরদের ইস্তফার ঘটনা সামনে আসছে। কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, ভাটপাড়া, গারুলিয়া-সহ একাধিক পুরসভায় ইতিমধ্যেই তৃণমূল কাউন্সিলররা পদত্যাগ করেছেন। উত্তর বারাকপুরের ঘটনা সেই তালিকায় নতুন সংযোজন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলের দূরত্ব বেড়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতাও এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সেই কারণেই একের পর এক জনপ্রতিনিধি দল ছাড়ছেন বা পদত্যাগ করছেন বলে দাবি বিরোধী শিবিরের। তবে তৃণমূলের একাংশের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের দাবি, সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দলের সাংগঠনিক শক্তি পুনর্গঠন এবং মানুষের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই দাবি তাঁদের। যদিও বিরোধীরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কাতেই এখন দলের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভাগুলি নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ এখনও রাজ্যের অধিকাংশ পুরসভাই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। কিন্তু একের পর এক ইস্তফা এবং বোর্ড ভেঙে পড়ার ঘটনায় সেই শক্ত ঘাঁটিতেও ফাটল ধরার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সপ্তাহে কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করার পর এবার উত্তর শহরতলির একাধিক পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন তিনি। সোমবার বিকেলে কালীঘাটের বাড়িতে সেই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকে পুরসভাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এবং আগামী কৌশল নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

বেলেঘাটায় বেআইনি বহুতলে বুলডোজার, ফ্ল্যাট ক্রেতাদের ক্ষোভে মার খেল রাজু ঘনিষ্ঠ সহযোগী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মে ঃ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে একের পর এক বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার চালানোর মধ্যেই এবার নজরে এল বেলেঘাটার একটি বহুতল। সোমবার সকাল থেকেই বেলেঘাটার বারোয়ারিতলা রোড এবং ইস্ট কুলিয়া রোডে নির্মীয়মাণ বহুতলে পুরসভার অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল নেতা তথা প্রোমোটার রাজু নস্করের নির্মীয়মাণ ওই বহুতলের একাংশ বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই পুরসভার তরফে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ৩৭ নম্বর বারোয়ারিতলা রোড এবং ১ই ইস্ট কুলিয়া রোডের দুটি বহুতলে মোট ১৬টি ফ্ল্যাট রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরসভার তরফে আগেই নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সোমবার সেই নির্দেশ কার্যকর করতে পৌঁছে যায় বুলডোজার। ইস্ট কুলিয়া রোডের বহুতলের একটি অংশ ইতিমধ্যেই ভেঙেও ফেলা হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় জড়ো হন ফ্ল্যাটের ক্রেতারা। বহু মানুষের দাবি, তাঁরা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, পুরো নির্মাণই আইনি জটিলতায় জড়িয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন রাজু নস্করের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্কুটিতে চড়ে এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের নজরে পড়েন। অভিযোগ, তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। শুরু হয় তর্কাতর্কি, পরে মারধরের ঘটনাও ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই ব্যক্তি রাজু নস্করের ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তাঁর প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতেন। সেই ক্ষোভ থেকেই এদিন রাস্তায় তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসেও রাজু নস্করের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। বেলেঘাটার এক বাসিন্দাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৎকালীন সরকারের আমলেও এই বহুতল নির্মাণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই দাবি এলাকাবাসীর। বরং ফ্ল্যাট ক্রেতাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত নথিপত্র বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত ক্রেতাদের হাতে বিল্ডিং প্ল্যান কিংবা এগ্রিমেন্ট পেপার তুলে দেওয়া হয়নি। অথচ তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। সরকারের পালাবদলের পর থেকেই রাজু নস্কর কার্যত 'গায়েব' বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁর অফিসও এখন তালাবন্ধ। ফলে মাথার উপর ছাদ পাওয়ার স্বপ্ন এখন অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে বলে জানাচ্ছেন ফ্ল্যাট ক্রেতারা।

অতিরিক্ত ভর্তি ফি-র অভিযোগে কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজেপির প্রতিবাদ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি, ২৫ মে ঃ সরকারি নিয়মে ভর্তির কথা থাকলেও কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বাবদ ৭০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে স্কুলে পৌঁছান বিজেপির কর্মীরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, ছাত্রদের কাছ থেকে দুটি আলাদা রিসিভ কপির মাধ্যমে মোট ৭০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে বিল্ডিং নির্মাণ, ডেভেলপমেন্ট ফি, সিসিটিভি-সহ একাধিক খাতে টাকা আদায় করা হচ্ছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি ফি নির্ধারিত থাকলেও এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু ওই সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। পরে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, সরকারি নিয়মে নির্ধারিত ফি নিতে হবে এবং অতিরিক্ত ভর্তি ফি হিসেবে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে, তা কমাতে হবে।

বিজেপির নতুন কার্যালয়ের ভীত পূজা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পানিহাটি, ২৫ মে ঃ মানুষের সেবা, সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি এবং এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানিহাটি বিধানসভার মণ্ডল ২-এর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে সোদপুর আবাসন সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন কার্যালয়ের গতকাল ভীত পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। রবিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক সাধারণ মানুষ, বিজেপি কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সোদপুর আবাসন অঞ্চল বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার লাভ করছে অথচ এতদিন পর্যন্ত এলাকায় দলের কোনও স্থায়ী কার্যালয় না থাকায় সংগঠনের বিভিন্ন কাজ পরিচালনায় সমস্যার মুখে পড়তে হত কর্মীদের। নতুন কার্যালয়ের ভীত পূজার মাধ্যমে সেই অভাব অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পী সুমন দাস বলেন মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আগামী দিনে একাধিক জনহিতকর কর্মসূচির পরিকল্পনাও রয়েছে।দ আবাসনের অন্যতম বিজেপি কর্মী নবারুণ ভট্টাচার্য বলেন, 'মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতিতে এসেছি। এই নতুন কার্যালয় আগামীদিনে আমাদের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।' বুথ নম্বর ১২০-এর বিজেপি সভাপতি সুলতা সমাজদ্দার বলেন এই কার্যালয় মানুষের জন্য। মানুষের স্বার্থে কাজ করার অনুপ্রেরণা আজ আরও অনেকটাই বেড়ে গেল।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগে গ্রেফতার দুই জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৫ মে ঃ ভুল চিকিৎসার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই জয়নগরে। জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দশ নং ওয়ার্ডের মিত্র পাড়ার বাসিন্দা পেলে পালের ছেলে আশিষ পালের ভুল চিকিৎসার অভিযোগ দায়ের করেন জয়নগর থানায়। আর সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ পূর্ণ প্রামানিক ও কল্যাণ দাসকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে রবিবার রাতে। ধৃত পূর্ণ প্রামানিকের বাড়ি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড ও কল্যাণ দাসের বাড়ি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দশ নং ওয়ার্ড। ধৃত দুজনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অসুস্থ আশিষ পালের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে কলকাতার হাসপাতালে। আর পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আবেদন করেছে ঐ অসুস্থ ছেলেটির পরিবার।

চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মে ঃ পূর্বস্থলী প্রসেনজিৎ দেবনাথ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার শুক্রবার শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পরিদর্শনে এসে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।এদিন হাসপাতালের বি এম ও এইচ, চিকিৎজ্ঞ সক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিধায়ক জানতে চান হাসপাতালের বর্তমান সমস্যা, পরিষেবার ঘাটতি ও উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন রয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এত বড় একটি গ্রামীণ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই অ্যাম্বুলেন্সের অভাব রয়েছে। জরুরি রোগী পরিষেবা দিতে গিয়ে প্রায়শই সমস্যার মুখে পড়তে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। বিষয়টি বিধায়কের নজরে আনা হলে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের চিকিৎজ্ঞ সা পরিষেবা যাতে আরও উন্নত ও সহজলভ্য হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিধানসভায় কাটছে জট! বিরোধী দলের ঘর পেতে চলেছে তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ মে ঃ বিধানসভায় বিরোধী দলের ঘর বরাদ্দ নিয়ে দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলল। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিধানসভার সচিবালয়ে পাঠানো চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলের আর্জি আজই অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর কাছে পেশ করা হবে। তৃণমূলের পরিষদীয় দলের রেজোলিউশন খতিয়ে দেখে বিধায়ক কক্ষ বরাদ্দের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার। সবকিছু নিয়ম মেনে থাকলে আগামীকাল থেকেই বিরোধী দলের ঘর পেতে পারেন তৃণমূল বিধায়করা। জানা গিয়েছে, সোমবার বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। সেই সময়ই তৃণমূলের জমা দেওয়া আবেদন তাঁর সামনে তুলে ধরা হবে। সূত্রের খবর, নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিরোধী দলের জন্য নির্ধারিত ঘর খুলে দেওয়া হতে পারে। ফলে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসকে বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা একটি চিঠি বিধানসভার সচিবালয়ে জমা পড়েছিল। সেখানে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিধানসভার সচিবালয় সেই চিঠিকে পরিষদীয় রীতি অনুযায়ী গ্রহণ করেনি। স্পিকারের তরফে জানানো হয়, চিঠিতে পরিষদীয় দলের বিধায়কদের স্বাক্ষর না থাকায় তা নিয়মসিদ্ধ নয়। এরপর বিধানসভার নিয়ম মেনে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে নতুন করে স্বাক্ষরিত চিঠি জমা দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও বিরোধী দলের ঘর না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল বিধায়করা। এমনকি স্পিকারের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভেও বসেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে বিরোধী দলনেতা-সহ তৃণমূল বিধায়কদের ঘর বরাদ্দ নিয়ে সিদ্ধান্তের পথে এগোচ্ছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। রাজনৈতিক মহলের মতে, স্পিকারের সিদ্ধান্তেই এবার এই জটিলতার অবসান হতে পারে।

'হাসপাতালেই 'এক্সপায়ারি' ওষুধ!' মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৫ মে ঃ নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালকে ঘিরে উঠল গুরুতর অভিযোগ। হাসপাতাল থেকে চিকিৎজ্ঞ সার পর এক শিশুকে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ সামনে আসতেই স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও হাসপাতালের ওষুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, পেটব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়া এক পাঁচ বছরের শিশুকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতাল থেকেই ওষুধ দেওয়া হয়। পরে বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা ওষুধের গায়ে লেখা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে হতবাক হয়ে যান। পরিবারের দাবি, ওষুধগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় এক মাস আগেই। ঘটনাটি সামনে এনেছেন মহেশগঞ্জের মায়াপুর মোড় এলাকার বাসিন্দা ঝুমা দেবনাথ। তিনি জানান, গত ২৩ মে তাঁর ছেলে আচমকাই পেটব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর তাকে মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শের পর হাসপাতাল থেকেই কয়েক ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, বাড়িতে ফিরে শিশুকে ওষুধ খাওয়ানোর আগে ওষুধের প্যাকেট পরীক্ষা করতে গিয়েই সন্দেহ হয়। পরে ভালো করে দেখে জানা যায়, ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়েছে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে। বিষয়টি বুঝতে পেরে আর সেই ওষুধ শিশুকে খাওয়ানো হয়নি। ঘটনার পর সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে বিএমওএইচ ডা. ইলিশা দাসের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় চাঞ্চল্য। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওষুধের স্টক পরীক্ষা করা হয়। তবুও কীভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রোগীর হাতে পৌঁছে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবদাস বিশ্বাস-সহ অন্যান্য কর্মীরা। বিজেপি নেতা দেবদাস বিশ্বাস বলেন, 'ঝুমা দেবী আমাদের বিষয়টি জানালে আমরা হাসপাতালে এসে বিএমওএইচ ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি। লিখিত অভিযোগও জমা দেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা চাই এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' এর পাশাপাশি তিনি অভিযোগ তোলেন, 'বিগত দিনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এখনও হয়তো কিছু অসাধু ব্যক্তি সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এমন গাফিলতি কখনও মেনে নেওয়া যায় না।' স্থানীয়দের একাংশের দাবি, শুধু একটি পরিবার নয়, ওই একই ব্যাচের ওষুধ আরও বহু রোগীকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তাই পুরো স্টক পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতাল থেকে যদি মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হয়, তাহলে রোগীদের নিরাপত্তা কোথায়? স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ সামনে আসায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও দ্রুত তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মথুরাপুর রোড রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদ বিরোধী কর্মসূচি পালন

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর, ২৫ মে ঃ মথুরাপুর রোড রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদ বিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো সোমবার। সারা রাজ্য জুড়ে প্ল্যার্টফর্মে বে আইনি হকার উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে রেল দফতর। আর সোমবার শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার মথুরাপুর রোড রেল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকার হকার উচ্ছেদ করার জন্য রেল দপ্তর থেকে নোটিশ দেওয়া হয়। যদিও সেই নোটিশে কোন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেই। সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়ন ও মথুরাপুর রোড স্টেশন রেল হকার্স ইউনিয়নের যৌথ আহ্বানে কয়েকশো হকার্স ও সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন সোমবার। এদিন এব্যাপারে ঐ কমিটির সভাপতি মানিকচন্দ্র দে বলেন, এই লড়াইয়ে কোন দল মত রঙ না রেখে হকারদের রুটি রুজি রক্ষার প্রয়োজনে দীর্ঘ স্থায়ী আন্দোলন করতে হবে। অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সদস্য ও এ আই ইউ টি ইউ সি'র জেলা সভাপতি শ্যামল প্রামানিক বলেন,বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে রেলওয়ে হকারদের উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে। গরিব মানুষদের অসহায় করে কর্পোরেটদের স্বার্থে এই উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে ও উচ্ছেদ বন্ধ করা হবে। নিত্য যাত্রী নাজিরা খাতুন হকারদের পরিবারের দুর অবস্থার কথা উল্লেখ করে রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। এদিন কমিটির নেতৃত্বে মথুরাপুর রোড রেল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ দেখানো হয়।তবে রেল দফতর তাদের নির্ধারিত কর্মসূচি চালাবে বলে জানা গেল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

উদারপন্থী রবীন্দ্রনাথ

সালটা ১৮৯১। সময়টা কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত জমিদারি আইনটি শতবর্ষের দোরগড়ায়। প্রথম জমিদার হিসেবে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। নতুন বাবুমশায় বন্দুকের আওয়াজ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির ভেতর দিয়ে কাছারিতে এলেন। প্রারম্ভে প্রথামতো আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা ও পরে হিন্দুমতে পূজা। পুরোহিত নতুন কবি-জমিদারের কপালে চন্দনের তিলক এঁকে দিলেন। পুণ্যাহ উৎসবের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। পুণ্যাহ উৎসবে জমিদারি ব্যবস্থায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে মান মর্যাদা ও জাতি বর্ণ অনুসারে সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা। জমিদারের জন্য ভেলভেটমোড়া সিংহাসন। হিন্দুদের জন্য চাদর ঢাকা সতরঞ্জির উপর ব্রাহ্মণদের স্থান আলাদা এবং চাদর ছাড়া সতরঞ্জির উপর মুসলমান প্রজারা আর একদিকে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরা পদমর্যাদামত পৃথক পৃথক আসনে বসেন।রবীন্দ্রনাথ জানালেন - আসনের ব্যবস্থায় জাতিভেদ তিনি মানবেন না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে পুণ্যাহ উৎসব হবে না। পুরোহিত বরনের পরও রবীন্দ্রনাথ জমিদারের জন্য নির্দিষ্ট ভেলভেটমোড়া সিংহাসনে বসলেন না। রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা,নায়েব মশাই, পুণ্যাহ উৎসবে এমন পৃথক ব্যবস্থা কেন? বিস্মিত সদর নায়েব বলেন, বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন, না, শুভ অনুষ্ঠানে এ জিনিস চলবে না। সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাইকে একইভাবে একই আসনে বসতে হবে। জমিদারের আমলা নায়েব মশাই প্রথার দাস। তিনি বলেন, এই আনুষ্ঠানিক দরবারে প্রাচীন রীতি বদলাবার অধিকার কারও নেই। রবীন্দ্রনাথ আরও রূঢ় ও রুষ্ট কণ্ঠে জবাব দিয়ে বলেন, আমি বলছি, তুলে দিতে হবে। এ রাজ দরবার নয়, মিলনানুষ্ঠান। সদর নায়েব জবাব দিয়ে জানালেন, অসম্ভব, নিয়মভাঙা চলবে না। নতুন বাবুমশায়ের আচরণে সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত। প্রকাণ্ড হলঘর নিস্তব্ধ। সদর নায়েব পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন, আসনের জাতিভেদ দূর না হলে তিনি কিছুতেই বসবেন না, সাধারণ দরিদ্র প্রজার অপমান তিনি সহ্য করবেন না। সদর নায়েবে জমিদারের হুকুম অমান্য করায় রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না, সবার এক আসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম হুকুম। একদিকে জমিদারি মান-সম্ভ্রম ও অন্যদিকে প্রাচীন প্রথার স্থিরসংকল্প সদর নায়েব ও অন্যান্য হিন্দু আমলারা একসঙ্গে হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন যে প্রথার পরিবর্তন ঘটালে তারা একযোগে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবিচলিত। তিনি প্রজামণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই মিলন উৎসবে পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে মধুরসম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। প্রিয় প্রজারা, তোমরা সব পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা - সব সরিয়ে দিয়ে, একসঙ্গে বসো। আমিও বসব। আমি তোমাদেরি লোক। অপমানিত নায়েব-গোমস্তার দল সবিস্ময়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, নতুন বাবুমশায়ের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা বিরাট হলঘরের চাদর, সব চেয়ার নিজেরাই সরিয়ে দিয়ে ঢালা-ফরাসের উপরই সকলে বসল। মাঝখানে বসলেন নতুন জমিদার রবীন্দ্রনাথ। সে এক দৃশ্য। প্রজারা আনন্দে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল তাদের নতুন জমিদারবাবুকে।

সমাজসেবী সাগর দত্ত

ঊনবিংশ শতকের বাংলার ব্যবসায়ী সমাজে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা শুধু ধনসম্পদ অর্জনের জন্য নয়, মানবসেবা, সততা ও দানশীলতার জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন সাগরলাল দত্ত। কেবল ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়েও তিনি নিজের নামকে অমর করে গিয়েছেন। কামারহাটিতে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ও অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আজও তাঁর জনহিতৈষী মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় সুবর্ণবণিক পরিবারে সাগরলাল দত্তের জন্ম। তাঁর পিতা মোহনচাঁদ দত্ত ছিলেন সফল ব্যবসায়ী; পিতল, তামা, মোমবাতি, বাসনপত্র ও মসলার ব্যবসার সূত্রে তিনি পরে কলকাতায় চলে আসেন এবং দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। কলকাতার কলুটোলার ফিয়ার্স লেনে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেন। সেই সময় বাংলার ব্যবসায়ী সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সাগরলালও প্রথমে চুঁচুড়ায় এবং পরে কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর পিতা মনে করতেন, ব্যবসায়িক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ফলে অল্প বয়সেই সাগরলালকে ব্যবসার কাজে যুক্ত করা হয়। কৈশোর থেকেই তাঁর অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় মিলতে থাকে। লাভ-লোকসানের হিসাব, বাজারের প্রবণতা কিংবা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিচার করার ক্ষমতা তাঁকে খুব দ্রুত অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। পিতার ব্যবসায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার পর তিনি মেসার্স কারলাইল নেফিউ অ্যান্ড কোম্পানিতে মুৎসুদ্দির কাজ গ্রহণ করেন। এই চাকরি তাঁকে শুধু অর্থই দেয়নি, দিয়েছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা। পরে তিনি নীলের ব্যবসায় প্রবেশ করেন। সে সময় ইউরোপে ভারতীয় নীলের বিপুল চাহিদা ছিল এবং এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক বলে বিবেচিত হত। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এখানেই তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুঝতে পারেন রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল উৎপাদনের ফলে প্রাকৃতিক নীলের বাজার ধসে পড়বে। তারপর থেকে তিনি নীলের ব্যবসা ছেড়ে দেন। পরে জার্মানিতে কৃত্রিম নীল উৎপাদন শুরু হলে তাঁর সেই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

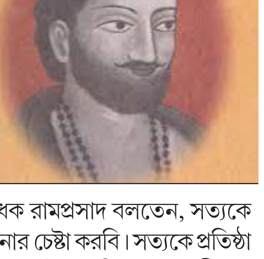

সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

বাংলার নবজাগরণে অগ্রদূত কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি

রবীন্দ্রকুমার শীল

'It was October 17, 1832, Wednesday evening and that remarkable event took place at the house of of Dr. Alexander Duff, situated in the south-east corner of the College Square tank at Calcutta. At the house a young baboo aged 19, a Cooling Brahmani would be baptized publicly within a short period by Dr. Duff. Lot of people from all spheres were present to view this scared event;

there were highly respectable company of ladies and gentlemen and more than forty natives, the mojority of whom were ex-students of the Hindoo College. Some of them were, no doubt, the highest ornaments of that college, were presnt there. Amongst the latter of some of the boobo's special friends. Throwing up all the shackles of superstitions, our Baboo would be embracing Christianity this eveing'

ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য এবং হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছাত্র আর হিন্দু থাকার বাসনাকে ত্যাগ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করবেন। হিন্দু ধর্মের কুসস্করারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আর তীব্র করে তোলার জন্যই তাঁর খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ। কলেজ স্কোয়ারে উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত আকেজান্ডার ডাফের বাসস্থান। সেখানেই ১৯ বছরের বালক কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উপস্থিত হয়েছেন। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার কম্নার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রেভারেন্ড মিস্টার ম্যাকে। তিনি একটি প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা করলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ড. অ্যালেকজান্ডার ডাফ এগিয়ে এসে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সমানে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপরে ডাফ তরুণ বালক কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

Thereafter some questions were placed before the baboo. The first question was : 'Do you renounce all idolatry, superstition, and all the frivolous rites and practices of the Hindu religion?' To this Baboo answered : ' I do and I pray God, he may incline my countrymen to do so likewise'. The second question : ' Do you believe in God the Father and Creator of all, in Jesus Christ as your Redeemer, and in his sacrifice, as the only means whereby man can be saved; and in the sanctifying influences of the Holy Spirit?' to this, he answered with much emotion: 'I do, and I pray God will save me his grace to do his will.'

১৯ বছরের বালক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে তখন কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রক্ষণশীলরা তখন খ্রিস্টানদের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছে। কিছুতে কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করাটাকে মান্যতা দিচ্ছে না। তখন কলকাতা পরিস্থিতি বেশ থমথমে। আবার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কথাও বলতে পারছে না রক্ষণশীলপন্থীরা। খ্রিস্টান বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। সরকার পুরো পরিস্থিতির ওপরে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। রাস্তায় গোড়া সেনা থেকে পুলিশ টহল দিতে শুরু করেছে। এমনকী ফোর্ট উইমিয়ামকে সতর্ক করে রাখা হয়েছে। কোনও রকম অশান্তি দেখা দিলে তাকে কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্ধায় যে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং প্রভু যিশুর ওপরে তাঁর বেশ শ্রদ্ধা, ভক্ত এবং বিশ্বাস রয়েছে তা ব্যক্ত করেছেন। ফলে তাঁকে খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারে আর কোনও বাধা রইল না।

'Thereafter a few more questions were proposed and the Baboo answered thr questions boldly and appropriately and the process of baptism follwed : 'Mr. D (Duff) administered the ordinance in the name of father, Son and Holy Ghost,and then engaged in prayer, the whole company kneeling, and apparently wraped the most intense devotion. The fact of a sensible young man, who had recieved a liberal eudcation, and a kulin Brahmin, throwing of the shackles of a grovelling supersition, and embracing for his faith the glorious Gospel, after a long and patient affections of a tender mother and fond relations, exposed to the ridicule and cruel treatment of his countrymen, and, despite of these, counting them as dross for the excellency of the knowledge of the truth, eventually avowing his conviction of that truth, and now receiving the outward sign of that grace of which he is the subject was indeed enough to excite that deep interest which was so conspicuously manifested.' খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পরে সাহেব পণ্ডিত ডাফ একটি সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন। খ্রিস্ট ধর্ম প্রতি বিশ্বাস রাখার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন।

The Calcutta Christian Observer (Nov.1832) wiites : ' He (Duff) earnestly invited them to imitate their friend in a patient and persevering invetigation of the claims of Christianity, and warned them not to trifle with the opportunities which they enjoyed of making themselves familiar with evidence. The service then concluded with prayer, and the company withdrew.'

খিস্ট ধর্ম গ্রহণ সমাপ্ত হল বালক কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির। তিনি ভারতের অন্যতম কৃতি সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৪ মে ১৮১৩ সালে। তাঁর মাতামহ এর কলকাতার বাড়ি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেই তিনি তাঁর স্কুল বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোবিন্দ চন্দ্র বসাককে একটি চিঠি লিখেন-'Wednesday, 16th October,1832/ My dear friend, / Through the mercy of a Gracious providence, I intend being baptized this eveing, at the house of the Rev. A. Duff, and as you were one of those with whom last year about this time. I began first to examine the claims of Christianity, it will give me great pleasure to see you witness any declaration before God and man, of what is now my faith, and any admission into the visibleChurch of Christ. Yours most affectionate friend,Krishna Mohan Banerjee.'

১৮৩২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চারজন হিন্দু তরুণ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় জন হচ্ছেন কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জি (১৭ অক্টোবর ১৮৩২), তৃতীয়জন হচ্ছেন গোপীনাথ নন্দী (১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বর) এবং চতুর্থজন হচ্ছেন অনিন্দ চন্দ্র মজুমদার (২১ এপ্রিল, ১৮৩৩)। কলকাতায় এসেই আলেকজান্ডার ডাফ ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিট কলেজ স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোনের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি সেখানে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। তারপরে ২ কর্নয়ালিস স্ট্রিটে চলে যান।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির হাত ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার উৎসাহ। কবি মাইকেল তখন একেবারে মরিয়া। তিনি আর হিন্দু থাকতে নারাজ। এখনই তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ইংরেজ কবির স্বীকৃতি লাভ করতে চান। দিনটা ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। কৃষ্ণমোহন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৩৩ সালে। তার ঠিক দশ বছর পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছেন। তবে তিনি চার্চে খিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। 'ওল্ড বা মিশন চার্চ'। এটি অবস্থিত আর এন মুখার্জি স্ট্রিটে। চারদিকে সতর্ক পাহারা। মধুসূদন এসে উপস্থিত হলেন। তিনি লুকিয়ে ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। খ্রিস্টান হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছেন। চার্চে এসে উপস্থিত হলেন পাদরি কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি। তাঁর হাতেই মাইকেল খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মধুসূদনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ কালে উত্তেজনা। সেই সময়কার পরিস্থিতি নিয়ে

ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ মণিপাল হাসপাতাল

অনীশ দাস

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে এবারে ব্লাডার ক্যানসার জয়ীদের একত্র করল মণিপাল হাসপাতাল, ইএম বাইপাস। কলকাতার ঐতিহাসিক ইন্ডিয়ান মিউজিয়া মের শান্ত ও ঐতিহ্যময় পরিবেশে ভয়কে হার মানিয়ে শোনা গেল সাহস, লড়াই এবং নতুন জীবনের গল্প। ব্লাডার ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস মাস উপলক্ষে মণিপাল হাসপাতাল, ইএম বাইপাস আয়োজন করেছিল একটি বিশেষ 'ব্লাডার ক্যানসার চ্যাম্পিয়ন্স' মিট', যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লাডার ক্যানসার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগী, তাঁদের পরিবার, চিকিৎসক এবং সেবাকর্মীরা। এই অনুষ্ঠান শুধু রোগমুক্তির গল্পই নয়, বরং এক কঠিন অসুখের বিরুদ্ধে মানুষের অসাধারণ মানসিক শক্তি ও ইতিবাচক মনোভাবের উদযাপন হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. অভয় কুমার, ডিরেক্টর ইউরোলজি এবং ইউরো-অঙ্কোলজি, মণিপাল হাসপাতাল,

ইএম বাইপাস; ডা. সায়ন ভট্টাচার্য, ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা (সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার) এবং অন্যান্য সিনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক স্থানটি পরিণত হয়েছিল অনুভূতি, সাহস এবং সচেতনতার এক বিশেষ মঞ্চে, যেখানে ব্লাডার ক্যানসার সম্পর্ক সচেতনতা এবং সময়মতো রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

ভারতে ব্লাডার ক্যানসারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ২০২৬ সালে দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫,০০০ থেকে ২৬,০০০ নতুন ব্লাডার ক্যানসারের রোগী ধরা পড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিভিন্ন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসার শনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। ভারতে পুরুষদের মোট ক্যানসারের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ ব্লাডার ক্যানসার এবং এটি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে প্রায় চার গুণ বেশি দেখা যায়। কিন্তু এত সংখ্যক রোগী থাকা সত্ত্বেও এই রোগের উপসর্গ, প্রাথমিক লক্ষণ এবং সময়মতো চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা এখনও খুব কম। তাই এই ধরনের উদ্যোগ মানুষকে সচেতন করতে, দ্রুত পরীক্ষা করাতে এবং রোগীদের মানসিকভাবে শক্তি জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. অভয় কুমার বলেন, ব্লাডার ক্যানসার অনেক সময় অবহেলিত থেকে যায়, যার ফলে রোগ ধরা পড়ে দেরিতে এবং চিকিৎসা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের লক্ষ্য সবসময় আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া, যাতে রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। রোবোটিক সার্জারি চিকিৎসায় আরও নিখুঁত ফল এবং দ্রুত সুস্থতা এনে দিয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং ভুল ধারণা দূর করতে চাই। ২০২৩ সালে আমরা ব্লাডার ক্যানসার সাপোর্ট গ্রুপও শুরু করেছি। তারপর থেকে রোগী ও সুস্থ হওয়া মানুষরা নিয়মিত একত্রিত হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন এবং একে অপরকে মানসিকভা বে শক্তি দিচ্ছেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. সায়ন ভট্টাচার্য, ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা (সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার), বলেন, বর্তমানে মিউজিয়ামের ভূমিকা অনেকটাই বদলেছে। এগুলি এখন এমন এক সাংস্কৃতিক জায়গা হয়েছে, যেখানে সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিকাশ-এর 'ভি'কে সমানে রেখে চলে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

বিজেপি ক্ষমতায় আসায় শিল্পায়নে আশার আলো বাংলায়

ড. মায়াঙ্কা চতুর্বেদী

বিজেপি ক্ষমতায় আসায় শিল্পায়নে আশার আলো বাংলায়। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাজ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পতন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের নীতিপঙ্গুত্ব, থমকে থাকা প্রকল্প এবং রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে বিনিয়োগকারীদের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা কাটছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে ইতিমধ্যেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নীতি আয়োগ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে।

তাজপুর বন্দরঃ পূর্ব ভারতের নতুন অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি

রাজ্যের এই রূপান্তরের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে উঠতে চলেছে ২৫ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্প তাজপুর বন্দর। বিগত সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লাল ফিতের ফাঁসে আটকে ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসার পর সেই তাজপুর বন্দর প্রকল্পটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এই বন্দরটি সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনীতির ভোল বদলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাজপুর বন্দর চালু হলে বিশালাকৃতির আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজগুলি সরাসরি বাংলার উপকূলে নোঙর করবি। এর ফলে বাণিজ্যের খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সংযোগও বাড়বে।

লজিস্টিকস ও সংযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ নজর ঃ তাজপুর বন্দরের পাশাপাশি নতুন সরকার রাজ্যের সড়ক, রেল এবং সামগ্রিক লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক মজবুত করার ওপর জোর দিচ্ছে। এই বহুমাত্রিক সংযোগ ব্যবস্থা সফল

ভাবে বাস্তবায়িত হলে তা কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাবে। ফলে, পণ্য পরিবহন অনেক সহজ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিকস কেন্দ্রে পরিণত হবে।

নীতি আয়োগের নেতৃত্বে নতুন শিল্প রূপরেখা ঃ রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের রূপরেখা তৈরির মূল দায়িত্ব মোদী সরকার অর্পণ করেছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ অশোক লাহিড়ির ওপর। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি জানান, বাংলার জন্য একটি ব্যাপক মাত্রায় ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে শিল্প পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, মজবুত সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, নদীভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কলকাতাকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, একসময় দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে গণ্য হতো বাংলা। কিন্তু আজ শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলা তার পূর্বের অবস্থান থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের লক্ষ্য হলো একে তার পূর্বের মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

'ডবল ইঞ্জিন' মডেল ও কর্ণাটক-গুজরাট থেকে শিক্ষা ঃ

ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র আইটি প্রোডাক্টস কমিটির চেয়ারম্যান মিতেশ লোকওয়ানি এই কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল (বিজেপি) ক্ষমতায় থাকায় নীতিগত সামঞ্জস্য অনেক বাড়বে। এর ফলে থমকে থাকা পরি কাঠামো প্রকল্প গুলোয় দ্রুত গতির সঞ্চার করবে।তিনি শুভেন্দু অধি কারীর নেতৃ ত্বাধীন সরকার কে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়ে 'কর্ণাটক মডেল' এবং 'গুজরাট মডেল' অনুসরণের আহবান জানান। 'কর্ণাটক মডেল' থেকে শেখার পরামর্শ ঃ মিতেশ লোকওয়ানি পরামর্শ দেন, কর্নাটক সরকার তার শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। এই উদ্যোগটি অ্যারোস্পেস ও প্রতিরক্ষা (মহাকাশ প্রযুক্তি এবং ড্রোন সহ), ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), কারিগরি ও কৃত্রিম তন্তু (এমএমএফ)-ভিত্তিক বস্ত্র শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি, জুতা এবং খেলনা সহ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হয়েছে। আজ বাংলায়ও একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। গুজরাটের শিল্প নীতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ঃ মিতেশ লোকওয়ানি আরও উল্লেখ করেন, যে কাঠামোর জোরে গুজরাট আজ দেশের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র এবং অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, গুজরাটের সেই শিল্পনীতি থেকেও

অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট নীতিই বিনিয়োগ কারীদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বিনিয়োগকারীরা আশা করেন, প্রকল্পগুলো মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে নীতি স্থিতিশীল থাকবে।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতার ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকে রাজ্যবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি আশা জেগেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এইসব প্রত্যাশা পূরণ করাই হবে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। তবে, বিগত চার-পাঁচ দশকে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে রাজ্য শোচনীয় জায়গায় পোঁছে গিয়েছিল। তা থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করতে ধারাবাহিকভাবে ও পদ্ধতিগত উপায়ে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এইসব ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক সংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, তিনি কর্ম সংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ইতিবাচক বিষয় হলো, নতুন সরকার এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং তা উপলব্ধিও করছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসন যেভাবে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকারের দৃঢ় সংকল্প রয়েছে এবং বাংলার মানুষের মঙ্গলের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে তারা দ্বিধা করে না। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার এবং এর নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অবশ্যই ভবিষ্যতে এই 'সাহসী ভাবমূর্তি' বজায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, সবকিছু সঠিক পথে এগোলে আগামী বছরগুলিতে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, যা উন্নয়নের নতুন পথ খুলে দেবে এবং বিনিয়োগের এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের প্রভাব ঃ একটা সময় ছিল যখন কলকাতা দেশের শিল্পের ভরকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাম আমলে ট্রেড ইউনিয়নের বাড়বাড়ন্ত এবং প্রায়শই ধর্মঘট শিল্পক্ষেত্রকে দুর্বল করে দেয়। পরবর্তীতে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো আন্দোলন বিনিয়োগকারীদের আস্থা তলানিতে নিয়ে যায়। টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্প রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া তারই একটা উদাহরণ। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুণের মতো শহরগুলি যখন আধুনিক পরিকাঠামো এবং গতিশীল স্টার্টআপ সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন বাংলা নীতিগত জটিলতার মধ্যে আটকে থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। ফলে, রাজ্য থেকে পুঁজি এবং প্রতিভা উভয়ই হাতছাড়া হয়।রাজ্যের নতুন সরকার যেভাবে শুরুতেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সবকিছু ঠিকঠাক চললে, দীর্ঘ খরা কাটিয়ে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে তার পুরনো গৌরবময় স্থান ফিরে পাবে, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

গ্রেপ্তার জঙ্গিপুরের 'ত্রাস', পঞ্চায়েত প্রধান মঞ্জুর আলী, এসটিএফের জালে দফরপুরের দাপুটে তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মে ঃ অবশেষে পুলিশের জালে ধরা

পড়লেন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মঞ্জুর আলী। রবিবার রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওমরপুর মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর পুলিশ। তোলা পরবর্তী হিংসা, জমি দখল, অবৈধ নির্মাণ এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোমাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ধৃতের ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কা করে কলকাতা পালাচ্ছিলেন মঞ্জুর। সেই সময় গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গিপুর এলাকার 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মঞ্জুর আলী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পঞ্চায়েতের টাকা তছরূপ থেকে শুরু করে গরিব মানুষের প্রাপ্য আত্মসাৎ করতেন তিনি। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের মুখে সাধারণ মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারতেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে নিয়মিত তোলা আদায় করতেন মঞ্জুর। প্রাণনাশের আশঙ্কায় কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোরও সাহস পেতেন না। মঞ্জুরের বিরুদ্ধে কথা বলায় বহু মানুষকে মারধোর করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। একসময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন মঞ্জুর আলী, পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোটা এলাকায় সন্ত্রাস চালান তিনি। বোমাবাজি থেকে শুরু করে বিরোধী প্রার্থীদের ভোটে অংশ নিতে না দেওয়া, এমনকি এক প্রতিবন্ধী কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগও রয়েছে মঞ্জুর ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনের দিন মঞ্জুরকে বোমা হাতে বুথের সামনে দাপাদাপি করতেও দেখেছিলেন অনেকে। এর পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশে গরু পাচার করারও অভিযোগ উঠেছিল। তবে রাজ্যে পালাবদলের পরও সন্ত্রাস থামানি মঞ্জুর। কয়েকদিন আগেই রঘুনাথগঞ্জের ঐতিহ্যশালী 'ম্যাকেঞ্জি পার্কে' তাঁর ছেলে মদ্যপ অবস্থায় এসে সন্ত্রাস চালায় বলে অভিযোগ। তখন ছেলের সমর্থনে ওই এলাকায় গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে তাণ্ডব চালান মঞ্জুর। এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। একাধিক লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে জঙ্গিপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। শুধু রাজনৈতিক সন্ত্রাসী নয়, 'জমি মাফিয়া' হিসেবেও এলাকায় পরিচিত ছিলেন মঞ্জুর আলী। ভয় দেখিয়ে বহু মানুষের জমি হাতিয়ে সেখানে অবৈধ নির্মাণ, পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তোলার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীদের দাবি, এর আগে বহুবার অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। তবে এবার পালাবদলের পর রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রশাসন যে কোনও এলাকার দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। মঞ্জুর আলীর গ্রেপ্তারি সেই অভিযানেরই অংশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি মঞ্জুর আলীর গ্রেপ্তারিতে এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে দাবি সাধারণ মানুষের।

রৌতারায় নতুন উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন লন্ড্রি সুবিধার মাধ্যমে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৫ মে ঃ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ড আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের রৌতারায় একটি আধুনিক বুট (BOOT) লন্ড্রি সুবিধা চালু করেছে। প্রতিদিন ২৪ টন প্রোসেসিং সক্ষমতা সম্পন্ন এই স্থাপনাটি কাটিহার ডিভিশনের লিনেন ধোয়ার সমগ্র চাহিদা মেটাতে সক্ষম এবং এটি ভ্রমণের সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়েও পরিস্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত বেডরোল-এর ধারাবাহিক সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এই অত্যাধুনিক লন্ড্রিটি কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রেনসমূহ-যার মধ্যে আম্রপালি এক্সপ্রেস এবং চম্পারণ হামসফর এক্সপ্রেস রয়েছে-সেগুলোর জন্য সদ্য ধৌত ও উচ্চমানের লিনেন সরবরাহ করবে। অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত এই স্থাপনাটি ১০০ দাগমুক্ত ধোয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে, এর ফলে ট্রেন

ভ্রমণের সময় যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং পরিচ্ছন্নতা ও লিনেনের গুণমান সংক্রান্ত অভিযোগ হ্রাস পায়। সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক এই লন্ড্রি ব্যবস্থাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে বিপুল পরিমাণ লিনেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করতে পারে, এবং পাশাপাশি জল, বিদ্যুৎ, বাষ্প ও রাসায়নিকের ব্যবহার সর্বোত্তম পর্যায়ে করতে পারে। ধোয়ার প্রক্রিয়াটি ময়লা লিনেনগুলো ওজন করা এবং একটি স্বয়ংক্রিয় কনভেয়র সিস্টেমে সেগুলিকে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে শুরু হয়। কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, লিনেনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ধোয়া ও পরিষ্কার করার জন্য একটি 'টানেল ব্যাচ ওয়াশার'-এ লোড করা হয়। ধোয়ার পর, রোবোটিক ফিডিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিনেনগুলি ওয়াশার থেকে ড্রায়ারে স্থানান্তর করে।

ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তৈরি করবে জালধোয়া সেতু .. এবার কথা রাখবো .. মালতি রাভা রায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৫ মে ঃ ভোট প্রচারে বারংবার বলেছেন এই জালধোয়া সেতুর কথা এবার রাজ্যে

সরকারের পালাবদল হতেই তুফানগঞ্জের সেতু সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। সোমবার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে কিভাবে এই সেতু তৈরি হবে সেই সমস্ত বিষয় খুঁটি নাটি নিজে চোখে পরিদর্শন করলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন - নির্বাচনী প্রচারে মানুষকে কথা দিয়েছিলাম ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এসেছে এবার আমরা এই সেতু তৈরি করব। প্রচুর মানুষ এই সেতুর কারণে প্রায় ৮০ কিলোমিটার ঘুরে ব্লক অফিস সহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়. বিগত সরকার শুধু আশ্বাস দিয়ে গেছেন আর একই জিনিসের বার বার শিলান্যাস করে সবুজ আবির খেলেছেন মিষ্টিমুখ করিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবার ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সেই কাজ করব আমি। তুফানগঞ্জে মানুষ আমাকে জয়লাভ করিয়েছে এবং কথামতো এই সেতু দিয়েই আমার উন্নয়নের প্রথম কাজ শুরু হবে। স্বভাবতই খুশির হাওয়া এলাকা জুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন আমরা চাই দ্রুত নির্মাণ হোক এই জালধোয়া সেতু।

ব্রেক ফেল করে বাইকে ধাক্কা পণ্যবাহী গাড়ির, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ২৫ মে ঃ শিল্প শহর হলদিয়ার ডক এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ডকের চার নম্বর বার্থের কাছে একটি পণ্যবাহী ডিসিএম গাড়ির সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ডকের শ্রমিক প্রত্যক্ষদর্শী ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডক চত্বরে কাজ শেষ করে মোটর সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন দুই শ্রমিক। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ডিসিএম গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি মোটর সাইকেলটিতে ধাক্কা মারে। স্থানীয়দের দাবি, ডিসিএম গাড়িটির ব্রেক হঠাৎ ফেল করায় চালক গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, মোটর সাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং আরোহীরা ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় শ্রমিক ও নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেক আসফাক নামে এক শ্রমিকের। তাঁর বাড়ি হলদিয়ার ভাগ্যবন্তপুর পল্লী এলাকায়। অপর আহত শ্রমিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তড়িঘড়ি হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। খবর পেয়েই হলদিয়া বন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘাতক ডিসিএম গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ডক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই দুর্ঘটনার বিষয়ে যথাযথ নিরাপত্তার অভাব রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরপরই ডক এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সহকর্মীর মৃত্যুতে শ্রমিক মহলে গভীর শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডক এলাকার ব্যস্ত রাস্তায় ভারী যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতির দাবি তুলেছেন স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি। ঘটনার পর থেকে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বসান হয়েছে। শিল্প নগরীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকার মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে এটি যান্ত্রিক গোলযোগ, নাকি চালকের গাফিলতি। গোটা ঘটনার দিকে নজর রাখছে হলদিয়া বন্দরে দায়িত্বে আধিকারিকেরা।

শীতলকুচিতে বিজেপি নেতার গাড়িতে আগুন ... দুষ্কৃতিরাজ না দলীয় কোন্দল উচ্ছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৫ মে ঃ কোচবিহার জেলার শীতলকুচিতে বিজেপির প্রাক্তন ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতির গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী গতকাল রাতে দলীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের মধ্যেই বচসা শুরু হয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি পরে তা হাতাহাতির ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছে যায় বলে অভিযোগ। এরপরই প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতির চারচাকা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। উল্লেখ্য শীতলকুচি বিধানসভায় একুশে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বরেনচন্দ্র বর্মন যদিও ২৬ - এর নির্বাচনে দলটাকে প্রার্থী করেনি পরিবর্তে প্রার্থী করেন সাবিত্রী বর্মনকে। এবং সাবিত্রী বর্মন বরেন চন্দ্র বর্মনের থেকে বেশি ভোটে জয়লাভ করেন। ভোটের আগে প্রকাশ্যে বেশকিছু ঘটনা সামনে আসলেও তা প্রকট হয়নি। গতকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূত্র মারকত খবর অনুযায়ী বরেনচন্দ্র বর্মন এবং সাবিত্রী বর্মনের অনুগামীদের মধ্যেই দলীয় বিষয় নিয়ে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি পুড়ে যাওয়া গাড়িটিও উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি বর্তমান মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারী ও প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি পবিত্র বর্মনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই মতবিরোধ চলছিল। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দুই নেতার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সোমবার শীতলকুচি থানায় বিধানসভার কনভেনার কনক চন্দ্র বর্মন বলেন - এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। পুলিশ তদন্ত করছে। অপরদিকে শীতলকুচি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সাবিত্রী বর্মন বলেন - বিষয়টি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত নই। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ দোষ করে থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। যে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই বিজেপি কর্মী বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ফলে স্বভাবতই নেতৃত্বরা যতই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি কিন্তু প্রকাশ্যে দানা বাঁধছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Regd. Office : 113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : secretary@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. in lacs)

	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2026 Audited	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	Year Ended 31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited
	PART-I					
1	Revenue from operation	14222	12253	11979	47856	43125
2	Other Income	33	32	44	74	70
3	Total Income from operation (1+2)	14255	12285	12023	47930	43195
4	Expenses					
	a) Cost of materials consumed	13211	9448	9004	39686	33513
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	(1794)	98	92	(2443)	(301)
	c) Employee benefits expense	597	527	574	2129	1914
	d) Finance Cost	154	350	291	1073	1037
	e) Depreciation and amortisation expense	234	119	76	586	343
	f) Other expenses	1313	1364	1658	5309	5408
	Total Expenses	13715	11906	11695	46340	41914
5	Profit(+) / Loss(-) before exceptional items (3-4)	540	379	328	1590	1281
6	Exceptional Items	79	–	–	79	–
7	Profit(+) / Loss(-) before tax (5-6)	461	379	328	1511	1281
8	Tax Expenses					
	(1) Current tax	199	90	83	454	308
	(2) Deferred tax	(33)	(1)	(22)	(40)	(21)
9	Net Profit(+) / Loss(-) after Tax (7-8)	295	290	267	1097	994
10	Other Comprehensive Income/ (Loss) net of tax	5	–	(5)	6	(2)
11	Total Comprehensive Income for the period (IX+X)	300	290	262	1103	992
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Re.1/- each)	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	–	–	–	–	–
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)					
	a. Basic	0.37	0.36	0.33	1.37	1.24
	b. Diluted	0.37	0.36	0.33	1.37	1.24

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. in Lacs)

	PARTICULARS	31-Mar-2026 Audited	31-Mar-2025 Audited
A	ASSETS		
1	Non-Current Assets		
	a) Property, Plant & Equipment	2489	2718
	b) Intangible Assets	12	19
	c) Right of use Assets	726	407
	d) Capital Work-in-progress	1873	426
	e) Intangible Assets under development	43	–
	f) Financial Assets		
	i) Loans	59	40
	ii) Other Financial Assets	10	48
	g) Deferred Tax Assets (Net)	66	28
	h) Other Non-Current Assets	119	2068
	Sub total Non-Current Assets	5397	5754
2	Current Assets		
	a) Inventories	6816	4056
	b) Financial Assets		
	i) Trade Receivable	3562	3544
	ii) Cash & Cash Equivalents	28	1006
	iii) Other Bank Balances	635	650
	iv) Loans	9	9
	v) Other Financial Assets	18	65
	c) Other Current Assets	2281	1999
	Sub total Current Assets	13349	11329
	TOTAL ASSETS	18746	17083
B	EQUITY AND LIABILITIES		
1	Equity		
	a) Share Capital	800	800
	b) Other Equity (Reserve & Surplus)	7490	7497
	Total Equity	8290	8297
2	Liabilities		
	Non-Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	21	186
	ii) Other Financial Liabilities	482	222
	b) Provisions	123	68
	Sub-total Non-Current Liabilities	626	476
3	Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	6193	4732
	ii) Trade Payable		
	total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	12	37
	total outstanding dues of creditors other than MSME	2664	2676
	iii) Other Financial Liabilities	148	76
	b) Other current liabilities	537	699
	c) Provisions	2	18
	d) Current Tax Liabilities (net)	274	72
	Sub-total Current Liabilities	9830	8310
	Total Liabilities	18746	17083

NOTES TO ACCOUNTS :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 25th May 2026 for the quarter and year ended 31st March 2026 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th May 2026.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com**, NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by Rs. 21.79 lakhs for the year ended 31st March 2026.
5. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto 31st March 2026 and the unaudited published year to date figures upto 31st December 2025 being the dates of the end of the third quarter of financial year respectively which were subject to limited review.
6. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
7. Pre Goods & Service Tax (GST), the Company was enjoying certain benefits under Industrial Promotion Scheme (IPA) 2004 of West Bengal State Government. Post GST, pending notification by the State Government, on prudent basis, the Company has not recognised any income under the scheme from 1st July 2017 as the amount thereof is presently uncertainable. Subsequent to withdrawal of IPA scheme vide State notification No. WB(Part-IV)2025/SAR-5 Dated 19.03.2025 by Govt. of West Bengal, claimed subsidy receivable from Govt of West Bengal relating to years from 2013-14 to 2017-18 amounting to Rs. 1111 Lacs became doutful. In view of the withdrawal of the scheme by Govt. of West Bengal the Company have written off subsidy receivable from accumulated reserve and surplus. However the Company have filed an adjoiner application before the Honourable Supreme Court against withdrawal of IPA scheme.
8. Effective November 21, 2025, the Government of India consolidated 29 existing labour regulations into four Labour codes, namely, The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, collectively referred to as the 'New Labour Codes', The New Labour Codes has resulted in a one-time material increase in provision for employee benefits on account of recognition of past service costs. Based on the requirements of New Labour Codes and the ICAI clarification, the Company has assessed and accounted the estimated incremental impact of Rs.79 Lacs (before tax) as Exceptional items in the financial statement for the year ended March 31, 2026.

Place : Kolkata
Date : 25.05.2026

For **Century Extrusions Ltd.**
Sd/-
Shivanshu Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 05252910

জলপাইগুড়ির ইনডোর স্টেডিয়ামে এবার আন্তর্জাতিক স্পর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৫ মে ঃ ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য দারুণ সুখবর! শুধু জেলা হিসেবে নয়, আন্তর্জাতিকের স্পর্শ পেল এই কোর্ট। জলপাইগুড়ির ইনডোর স্টেডিয়ামে যুক্ত হল আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক সিন্থেটিক কোর্ট! এই নতুন সংযোজন অবকাঠামোর উন্নয়নের সঙ্গে জেলার ক্রীড়া মানচিত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল বলেই মনে করছেন ক্রীড়া মহল। দীর্ঘদিন ধরেই এই স্টেডিয়ামটি ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। নতুন এই সিন্থেটিক কোর্ট যুক্ত হওয়ায় এখন আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরও সহজ হবে। স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ বড় ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন অধ্যাপক শুভ্রাংশু কুমার বারিক জানান, এই কোর্ট আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। এখান থেকেই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় উঠে আসবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু স্মৃতি ও ইতিহাসও। একসময় এই জলপাইগুড়ির মাটিতেই খেলাধূলা করেছেন সুব্রত গুপ্ত। তাই নতুন কোর্ট চালু হওয়ার খবর যেন পুরনো দিনের সেই ক্রীড়া আবেগকেও আবার নতুন করে উসকে দিচ্ছে। মিসাইল নির্মাতা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পরামর্শদাতা তথা প্রাক্তন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সুব্রত গুপ্তকে হয়ত খুব শীঘ্রই দেখা যাবে জলপাইগুড়িতে এক নতুন আঙ্গিকে এমনটাই জানালেন জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেযারস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কারিগর প্রাক্তন অধ্যাপক শুভ্রাংশকুমার বারিক। আধুনিক পরিকাঠামো ও পুরনো ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে জলপাইগুড়ির এই ইনডোর স্টেডিয়াম এখন নতুন সম্ভাবনার ঠিকানা যেখানে আগামী দিনের চ্যাম্পিয়নদের তৈরি হওয়ার স্বপ্ন আরও জোরালো হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 01/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block- A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion**, Repairing and renovation work of Quarter no. 1 (Flat- no. 01) on first floor at Subhas Sarobar in KIT Scheme No. LXXXV, 46, Suren Sarkar Road,Kolkata-700010 under Housing Sector, KMDA., Rs.1,92,086/- (including GST & LWC), Rs.3,850/-, 01 month, **Last date & time of Online Bid submission:** 27.05.2026, Time: 15.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-24)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8609(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM
To e-NIT No.- WBIW/EE/KIDIVISION/ e-NIT-1 (e)/2026-27 Sl 6,8 & 13.
Tender ID:- 2026_IWD_1024337_6, 8 & 13
In above e-NIT , for 03 (three) no of work, Last date of submission of bid (online) will be on 01-06-2026 till 17:00 Hrs. IST instead of 22-05-2026 till 17:00 Hours IST. Other details may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbiwd.gov.in** and in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Kakdwip Irrigation Division, Irrigation & Waterways Directorate.
ICA- T8533(1)/2026

পাশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ
নামঃ নৈরিত , জন্মঃ ০৪.০৫.২০২৬, লিঙ্গঃ পুরুষ, প্রাপ্তির দিনঃ ১৯.০৫.২০২৬, বর্তমান অবস্থানঃ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশানস অফ চিল্ড্রেন,২৪৪এ, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, উচ্চতাঃ ৪৬ সে.মি. ; গায়ের রংঃ ফর্সা, পরনের পোশাকঃ হলুদ জাম্পসুইট, থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বরঃ থানাঃ বেনিয়াপুকুর ; জি.ডি.ই. নম্বরঃ ২০০২ ; তারিখঃ ১৬.০৫.২০২৬। যোগাযোগের বিশদ বিবরণঃ ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, ঠিকানাঃ শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর - ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪।
আইসিএ-ডি ৭৪৮(৩)/২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
O/O the Superintending Engineer, PWD South-Western Electrical Circle, Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101
Notice Inviting e-Quotation
NIeQ No. WBPWD/SE/SWEC/NIQ 06/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014442_1. Last date of submission of bid :- 12/06/2026, 02:30 P.M. Name Of Work: Annual maintenance of E.I. work and Fire detection with alarming system at Bishnupur Court and allied buildings (residential & non-residential) (for Preventive, Corrective and Breakdown) at Bishnupur under Bishnupur Electrical Sub-Division. NIeQ No. WBPWD/SE/ SWEC/NIQ07/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014443_1. Last date of submission of bid :- 12/06/2026, 02:30 PM. Name Of Work: Annual Maintenance of entire E.I. works incl. compound lights, L.T. Panel Boards & H/T sub-station round the clock at Bishnupur District Hospital and Hospital quarters. Sd/- A. Biswas, SE, SWEC, PWDte.
ICA- T8607(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unidentified Male dead body,** found on 04.04.2026, at about 08.05 hrs, In between KM Post No. 08/19 and 08/21 on Bally R/S, PF No 03 Howrah End, Description of this Dead body is: **Age-** 31 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Height**-5 Feet 5 Inch, **Complexion**-Sallow, **Build-** Thin, **Hair-** Black, Wearing - On upper portion one red hoddie, One Ash colour hoddie and a Coffee colour T shirt, On lower portion one black track suit, One white track suit, One blue track suit, Deep blue underwear. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D743(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Deadbody,** found on 11.03.2026, at about 12.25 hrs, Howrah R/S PF No 17, New complex, near under Bankim setu in injured condition, Description of this dead body is: **Age-** 60 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-sallow, **Height**-5 Feet 8 Inch (Approx), **Build**- Medium, **Hair**- Black & White, **Wearing**- One torn condition black T- shirt & Black full jacket. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D746(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation 2 (Two) no. of bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no: WBPWD/AE-NSESD/NIQ-01/2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5013854_1) is hereby further extended up to 05-June-2026 upto 1:00 PM. Website:- https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T8593(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIEIRT No. 04 of 2026-27, E.E.-II, Alipore Division, PWD. Name of Work - Providing Housekeeping staff / personnel of Minister's Quarter Building and its surrounding premises, at 28 Raja Santosh Roy Road, Alipore, Kolkata-700027, for a period of 01 (one) years under Alipore Division, PWD, during the year 2026-27. (Earnest Money Rs. 1,35,000/-) Bid Submission end date 11.06.2026 upto 15.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5014440_1. Details will be available from the web site tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer-II, Alipore Division, PWD.
ICA- T8587(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Rampurhat Sub-Division invite online Tender, NIeT No.-03/R of 2026-27 for the work:- "Patch Repairing work of Md. Bazar Sainthia Road (In stretches) from 10.050 km to 11.500 Km, under Birbhum Division, PWD in the District of Birbhum. During the year 2026-2027. Bid submission start date (online) **22.05.2026 after 5:00 P.M.** Bid Submission end date (online) **04.06.2026 upto 2:00 P.M. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014429_1.** Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from **http://wbtender.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Rampurhat Sub-Division.
ICA- T8596(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIQ No. 03 of 2026-27 of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R&BRI, P.W.(Roads) Directorate. is being invited by the undersigned for "Supply and commissioning, trials & training (as applicable), of laboratory Machine/Equipment/material, for the office of the Chief Engineer & Director, Road & Building Research Institute, P.W.(Roads) Directorate. Tender ID: 2026_WBPWD_5014354_1. Bid submission end date: 10-06-2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Assistant Chief Engineer (Mechanical), Road and Building Research Institute, P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T8535(1)/2026

Short Notice Inviting Tender
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No- WBIW/EE/MEMD/SNIT-01/ 2026-27** for "Repair and rewinding of burnt out 250KVA, 11/0.415KV out door type transformer at Massanjore Dam, Dist-Dumka. Last date of application **01/06/2026 up to 14:00 Hrs. & Dropping 02/06/ 2026 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in**.
Sd/- Executive Engineer Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101 Ph:03462-255057

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
RATE CONTRACT FOR LOADING, UNLOADING, SHIFTING AND TRANSPORTATION OF MATERIALS FROM OUTSIDE AND WITHIN BKTPS FOR TWO YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5482, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4238/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2-part bid system for the job **"RATE CONTRACT FOR LOADING, UNLOADING, SHIFTING AND TRANSPORTATION OF MATERIALS FROM OUTSIDE AND WITHIN BKTPS FOR TWO YEARS." Tender Document Download Start Date:** 30.05.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 18.06.2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8541(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR COMPLETION OF ASH RECYCLE WATER LINE AND ASSOCIATED WORKS OF UNIT-3 AND UNIT-4 ASH HANDLING PLANT AT SGTPP, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5477, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4053/26-27 Dtd: 15/05/2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Service contract for Completion of Ash Recycle Water Line and Associated Works of Unit-3 and Unit-4 Ash Handling Plant at SgTPP, WBPDCL." Tender Document Download Start Date:** 27-05-2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 20-06-2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8554(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
LIFTING SHIFTING OF HT & LT MOTOR AND COUPLING HALF REPLACEMENT OF HT & LT MOTOR FOR 02 YEARS UNDER EMIPH, BTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BTPS/CC-5481, Dtd: 21/05/26
NIT No: WBPDCL/BTPS/NIT/E2809/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 (two) Part bid system for **"Lifting shifting of HT & LT motor and coupling half replacement of HT & LT motor for 02 years under EMIPH, BTPS". Tender Document Download Start Date:** 25.05.2026 at 10.30 Hrs. **Bid Submission End Date:** 08.06.2026 at 10.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sujit Saha, DGM (Engg.) (Contracts), BTPS. **Contact No.:** 033-2684-2312. **E-mail:** contract.btps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8558(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL RATE CONTRACT FOR ARGON WELDING OF PIPE LINE, BEND, T-PIECE etc. OF HYDRAULIC PIPE LINE OF CHP, KTPS UNDER CHPMM
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5454, Dtd: 20/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3932/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Biennial Rate Contract for Argon welding of pipe line, bend, T-piece etc. of hydraulic pipe line of CHP, KTPS under CHPMM." Tender Document Download Start Date:** 30/05/2026 at 14.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 09/06/2026 at 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8567(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
COMPREHENSIVE OPERATION & MAINTENANCE OF ROOFTOP SOLAR PV PLANT (CAPACITY- 374.9 KWp) FOR CW PUMP HOUSE AND DM PLANT AREA AT KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5453, Dtd: 20/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3935/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Comprehensive Operation & Maintenance of Rooftop solar PV plant (Capacity-374.9 KWp) for CW pump house and DM plant area at KTPS." Tender Document Download Start Date:** 25/05/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 08/06/2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8561(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
RENOVATION OF DRIVERS RESTROOM AT BUS GARAGE BKTPP TOWNSHIP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5490, Dtd: 22/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4206/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **"RENOVATION OF DRIVERS RESTROOM AT BUS GARAGE BKTPP TOWNSHIP." Tender Document Download Start Date:** 01.06.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 23.06.2026, 04:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/ 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8572(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
RATE CONTRACT FOR REPAIRING, REFURBISHING AND FABRICATING DIFFERENT SPARE PARTS OF DIFFERENT EQUIPMENT OF SGATE-I AND STAGE-II, UNDER AHP-EM, BKTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5459, Dtd: 20/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4233/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **"RATE CONTRACT FOR REPAIRING, REFURBISHING AND FABRICATING DIFFERENT SPARE PARTS OF DIFFERENT EQUIPMENT OF SGATE-I AND STAGE-II, UNDER AHP-EM, BKTPS." Tender Document Download Start Date:** 20.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 05.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8549(3)/2026

অফবিট

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য থেকে গণতন্ত্রের প্রতীক

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিস্ময়কর তথ্য জানলে চমকে উঠবেন!

রাষ্ট্রপতি ভবনের ইতিহাস শুধু একটি ভবনের গল্প নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন ভারতের উত্থানের প্রতিচ্ছবি। স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মেলবন্ধনে তৈরি এই ভবনের প্রতিটি কোণেই লুকিয়ে রয়েছে বিস্ময়কর অতীত ও গৌরবময় বর্তমানের কাহিনি।

এস. পাল

ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি-এর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রপতি ভবন শুধু একটি প্রশাসনিক ভবন নয়-এটি ইতিহাস, রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতা এবং স্বাধীনতার এক জীবন্ত দলিল। আজ যেখান থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশ পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন, সেই ভবনের শিকড় গেঁথে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রদর্শনের সময়ে। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে শুরু করে দ্রৌপদী মুর্মু, প্রতিভা পাটিল, এ পি জে আব্দুল কালাম এবং প্রণব মুখোপাধ্যায়-এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পদচারণায় এই ভবন আজ এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রতীক। এই প্রতিবেদন পড়লে আপনি জানতে পারবেন-কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অহংকার থেকে জন্ম নেওয়া এই স্থাপত্য আজ স্বাধীন ভারতের গর্ব হয়ে উঠেছে, এবং কীভাবে সাধারণ ভারতীয়দের শ্রমে গড়ে উঠেছিল এই বিশাল স্থাপত্য। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে নতুন করে নতুন দিল্লি-তে স্থাপন করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কৌশল। কলকাতা তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠছিল, যা ব্রিটিশদের কাছে অস্বস্তিকর ছিল। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে শুরু হয় প্রবল বিতর্ক। কারণ, ভারতীয়দের মতামত ছাড়াই ব্রিটিশ শাসকরা ঠিক করছিলেন কীভাবে একটি নতুন রাজধানী গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এই বিশাল প্রকল্পের জন্য অর্থ আসছিল ভারতীয়দের করের টাকা থেকে। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয় নতুন রাজধানী নির্মাণের কাজ। এটি ছিল শুধু প্রশাসনিক স্থানান্তর নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তা-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতের উপর তাদের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে।

● স্থাপত্যের নকশায় ইউরোপীয় ভাবনা, ভারতীয় ছোঁয়া

রাষ্ট্রপতি ভবনের মূল নকশা তৈরি করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন হারবার্ট বেকার। এই ভবনের স্থাপত্যে ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল স্টাইলের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অসাধারণ মেলবন্ধন দেখা যায়। বিশাল গম্বুজ, প্রশস্ত সিঁড়ি, খোলা প্রাঙ্গণ-সব কিছুতেই রয়েছে সাম্রাজ্যিক মহিমার ছাপ। তবে শুধু ইউরোপীয় ভাবনা নয়, ভারতীয় মোটিফও এতে জায়গা পেয়েছে। রাজস্থানি ঝরোখা, মুঘল বাগান, এবং ভারতীয় কারুকার্যের ছাপ এই ভবনকে একটি অনন্য পরিচয় দিয়েছে। এই স্থাপত্য যেন একদিকে ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির অমলিন ছাপ বহন করে। রাষ্ট্রপতি ভবন নির্মাণে প্রায় ২০ বছর সময় লেগেছিল। এই বিশাল প্রকল্পে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক, কারিগর এবং শিল্পী কাজ করেছিলেন। প্রায় ৭০ কোটি ইট এবং বিপুল পরিমাণ পাথর ব্যবহার করে এই ভবন তৈরি হয়। কিন্তু এই নির্মাণের পিছনে যে মানবিক গল্প রয়েছে, তা অনেক সময় আড়ালে থেকে যায়। এই শ্রমিকদের অনেকেই ছিলেন সাধারণ গ্রামাঞ্চলের মানুষ, যারা কঠোর পরিশ্রম করে এই স্থাপত্যকে বাস্তব রূপ দেন। তাদের শ্রম, ঘাম এবং দক্ষতা ছাড়া এই ভবন কখনোই তৈরি সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, ব্রিটিশদের পরিকল্পনা হলেও, এই ভবনের আসল নির্মাতা ছিলেন ভারতীয়রাই। রাষ্ট্রপতি ভবনের স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে এর বিশাল গম্বুজ। এই গম্বুজটির নকশা মূলত অনুপ্রাণিত হয়েছে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল-এর সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধগোলাকার গম্বুজ থেকে। তবে শুধু পাশ্চাত্যের প্রভাবেই এটি সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তীকালে এই গম্বুজের নকশায় পরিবর্তন আনা হয়, যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সাঁচী স্তূপ-এর তৃতীয় শতাব্দীর স্তূপের আকৃতির অনুকরণ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রপতি ভবনের গম্বুজ এক অনন্য রূপ পায়, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্থাপত্যশৈলীর এক অসাধারণ মেলবন্ধন দেখা যায়। শুধু গম্বুজই নয়, পুরো ভবনের নকশাতেই এই সংমিশ্রণ স্পষ্ট। গ্রিক, রোমান এবং ভারতীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে এমনভাবে একত্রিত হয়েছে, যা এই ভবনকে বিশ্বমানের এক স্থাপত্য নিদর্শনে পরিণত করেছে। প্রায় ১৫৪ হেক্টর জমির উপর বিস্তৃত এই বিশাল ভবনটি ১৯২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়। এর পিছনে রয়েছে সুদৃশ্য মুঘল গার্ডেন, যা আজও দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রথমে এটি ছিল ব্রিটিশ ভাইসরয়ের সরকারি বাসভবন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এর পরিচয়ে আসে বড় পরিবর্তন। এটি ভারতের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনে পরিণত হয় এবং নতুন নাম পায়-রাষ্ট্রপতি ভবন। ১৯৫০ সালে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে এখানে বসবাস শুরু করেন। সেই মুহূর্ত থেকেই এই ভবন ঔপনিবেশিকতার প্রতীক থেকে গণতন্ত্রের প্রতীকে পরিণত হয়। এইভাবেই রাষ্ট্রপতি ভবন শুধু একটি স্থাপত্য নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের বিশালতা এবং স্থাপত্যগত জটিলতা তার প্রতিটি অংশেই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভবনে মোট প্রায় ৩৪০টি কক্ষ রয়েছে, যা একে বিশ্বের অন্যতম বৃহ রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে পরিণত করেছে। পাশাপাশি রয়েছে ৭৪টি বারান্দা, ১৮টি সিঁড়ি এবং প্রায় ৩৭টি ফোয়ারা, যা পুরো স্থাপত্যকে এক অনন্য সৌন্দর্য প্রদান করে। ভবনের অলংকরণেও রয়েছে সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল। জটিল খোদাই কাজ, সূক্ষ্ম জালি নকশা এবং স্তম্ভগুলির মাথায় ভারতীয় মন্দিরের ঘণ্টা-আকৃতির ক্যাপিটাল-সব মিলিয়ে এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীর প্রভাবকে তুলে ধরে। এই বিশাল প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯১২ সালে এবং সম্পূর্ণ হয় ১৯২৯ সালে। নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মুঘল গার্ডেন এবং কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণের খরচও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ের হিসাবে এই ব্যয় যথেষ্ট বড় হলেও, স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স উল্লেখ করেছিলেন যে এই খরচ দু'টি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের খরচের থেকেও কম ছিল। বর্তমান মূল্যে এই প্রকল্পের আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২.৬৫ বিলিয়ন টাকা। নির্মাণকাজে প্রায় ২৯,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিপুল পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

● কেমন এই মুঘল গার্ডেন?

রাষ্ট্রপতি ভবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয়. অংশগুলির মধ্যে অন্যতম হলো এর বিখ্যাত বাগান-মুঘল গার্ডেন, যা বর্তমানে অমৃত উদ্যান নামে পরিচিত। এই বাগানটি শুধু একটি উদ্যান নয়, বরং প্রকৃতি, নকশা এবং ঐতিহ্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। প্রায় ১৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বাগানটি রাষ্ট্রপতি ভবনের সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। এর নকশা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল লেডি এডউইন লুটিয়েন্স-এর। তাঁর পরামর্শেই এই বাগানটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেখানে মুঘল এবং ভারতীয় বাগানশৈলীর এক চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। ১৯২৯ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বাগানটির নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং প্রথমদিকে এটি মুঘল গার্ডেন নামেই পরিচিত ছিল। তবে ২০২৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এর নতুন নামকরণ করেন-অমৃত উদ্যান। এই নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাগানটির ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক নতুন পরিচয় যুক্ত হয়েছে। এই বাগানের অন্যতম আকর্ষণ হলো এর বৈচিত্র্যময় ফুলের সমাহার। এখানে গোলাপসহ প্রায় ২০০ ধরনের ফুলের গাছ রয়েছে, যা বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রঙে বাগানটিকে রাঙিয়ে তোলে। পাশাপাশি এখানে রয়েছে সিঙ্কিং ফ্লাওয়ার বেড, হার্বাল গার্ডেন এবং বাংলা ফিউশন গার্ডেন-যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও উদ্যানশৈলীর বিশেষ ছাপ দেখা যায়। এছাড়াও বাগানের একটি বিশেষ অংশে রয়েছে জাপানি গার্ডেন এবং অর্কিড হাউস, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এই অংশগুলো বাগানটিকে আরও বৈচিত্র্যময় এবং আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রদান করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের কয়েকটি বিখ্যাত হল ভারতের রাষ্ট্রপতির সরকারি অনুষ্ঠান ও সভাসমিতির কেন্দ্রবিন্দু। এগুলো ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যে নির্মিত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান হলগুলির মধ্যে দুর্বার হল, অশোক হল এবং নব্বয়ন হল অন্যতম। দুর্বার হল রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের স্থান, যা ২৫,০০০ বর্গফুট আয়তনের এবং ৬০০ জনের জন্য অংশগ্রহণ সম্ভব। এর সাদা মার্বেলের গম্বুজ এবং খোলা স্থাপত্য দর্শনীয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের শপথ হয় এবং জাতীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অশোক হল ভবনের সবচেয়ে বড় হল, যা ৩৩,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এবং ২,৫০০ জন ধারণ করতে পারে। এটি সম্মেলন, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। নামকরণ অশোক সম্রাটের নামে এবং এর খোলা স্থান বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রভাব বহন করে। নব্বয়ন হল বৈঠক ও ছোট অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত, যা গঙ্গা-যমুনার সংযোগের প্রতীক। এছাড়া আশির্বাদ হল রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনার জন্য এবং ব্যাঙ্কেট হল রাষ্ট্রীয় ভোজের জন্য পরিচিত। এই হলগুলি ভবনের মহিমা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়।

● রাষ্ট্রপতি ভবন নির্মাণে কেন এত দেরি হয়েছিল?

রাষ্ট্রপতি ভবনের নির্মাণকাজে এত দীর্ঘ সময় লাগার পেছনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, যা এই বিশাল প্রকল্পের জটিলতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করে তোলে। এই ভবনটি ছিল অত্যন্ত বৃহৎ এবং উচ্চাভিলাষী একটি স্থাপত্য প্রকল্প। প্রায় ১৫৪ হেক্টর জমির উপর বিস্তৃত এই বিশাল কমপ্লেক্সে শুধু মূল ভবন নয়, বরং বাগান, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোও তৈরি করা হচ্ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নির্মাণে বেশি সময় লাগা অনিবার্য ছিল। স্থাপত্যের নকশা ছিল অত্যন্ত জটিল। এডউইন লুটিয়েন্স-এর পরিকল্পনায় ইউরোপীয়, মুঘল এবং ভারতীয় শৈলীর সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। এই সূক্ষ্ম নকশা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে বিশেষ যত্ন নিতে হয়েছে-যেমন জালি কাজ, খোদাই, স্তম্ভের নকশা-যা সময়সাপেক্ষ ছিল। নির্মাণের সময় ব্যবহৃত প্রযুক্তি আজকের মতো আধুনিক ছিল না। সেই সময়ে অধিকাংশ কাজই হাতে করতে হতো, এবং প্রায় ২৯,০০০ শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে কাজের গতি তুলনামূলকভাবে ধীর ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)-এর প্রভাবও এই নির্মাণকাজে পড়েছিল। যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক চাপ, উপকরণের অভাব এবং প্রশাসনিক অগ্রাধিকার বদলে যাওয়ায় নির্মাণকাজ কিছু সময়ের জন্য ধীর হয়ে পড়ে।

● রাষ্ট্রপতি ভবন কীভাবে পরিদর্শন করা যায়?

রাষ্ট্রপতি ভবন পরিদর্শন করতে চাইলে আগে থেকেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অনলাইনে টিকিট বুক করা বাধ্যতামূলক। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং খুবই সহজভাবে করা যায়। প্রথমেই আপনাকে রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সেখানে আপনার পছন্দের তারিখ ও সময় নির্বাচন করতে হবে এবং সঙ্গে কতজন সদস্য যাবেন, তাদের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। পরিদর্শনের সময়সূচি সাধারণত সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্ধারিত থাকে, যাতে সাধারণ নাগরিকরা সুবিধামতো সময় বেছে নিতে পারেন। বুকিং সম্পন্ন হলে একটি কনফার্মেশন ইমেল আপনার কাছে পাঠানো হয়। সেই ইমেলের প্রিন্টআউট নিয়ে পরিদর্শনের দিন সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে-গেট নম্বর ৩৫ দিয়ে দর্শনার্থীদের প্রবেশ করতে হয়। এখানে ফটোগ্রাফি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাই ভিজিটের সময় এই নিয়মটি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। দর্শনার্থীদের জন্য গাইডেড ট্যুর এবং অডিও ট্যুরের বিশেষ সুবিধাও রয়েছে, যা এই ঐতিহাসিক স্থানের প্রতিটি অংশ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে সাহায্য করে। এছাড়াও শিশু ও বয়স্কদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে এই ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার এবং জাতীয় ছুটির দিনগুলোতে রাষ্ট্রপতি ভবন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে। এই প্রকল্পটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা-তাই কোনো তাড়াহুড়ো না করে নিখুঁতভাবে নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত কারণ মিলিয়েই রাষ্ট্রপতি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হতে প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় লেগেছিল। এই ভবনের প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি করিডর যেন ইতিহাসের সাক্ষী-ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, এবং আধুনিক ভারতের বিকাশের গল্প বলে। আজকের দিনে রাষ্ট্রপতি ভবন ভারতের গণতন্ত্রের শক্তি, স্থায়িত্ব এবং ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোটার তালিকায় ফের যুক্ত ৪২০০ জনের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে গঠিত আপিল ট্রাইবুনালগুলিতে প্রায় ৪২০০ জনের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ব্রিটেনের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র ছেলে, ৭ দিনের মধ্যেই মেয়র পদে মা-ও, ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারে জোড়া নজির

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৫ মেঃ ভারত থেকে ব্রিটেনে পাড়ি দেওয়া এক সাধারণ পরিবারের সাফল্য এখন আন্তর্জাতিক চর্চার কেন্দ্র। হরিয়ানার রোহতক থেকে ২০১৩ সালে যে পরিবারটি স্বপ্ন নিয়ে ব্রিটেনে গিয়েছিল, আজ সেই ঘরের সদস্যরাই ইতিহাস লিখেছেন বিদেশের মাটিতে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে মা এবং ছেলে- দু'জনেই নির্বাচিত হলেন ব্রিটেনের দুই আলাদা কাউন্সিলের মেয়র! হরিয়ানার রোহতকের একটি পরিবার ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্যে চলে গিয়েছিল। সে সময় পরিবারের বড় ছেলে তুষার কুমারের বয়স ছিল মাত্র দশ। নতুন দেশে গিয়ে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় ছিল না পরিবারের। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেলেন তুষার এবং তাঁর মা পরবীন রানি। তুষার মাত্র ২৩ বছর বয়সে এলস্ট্রি অ্যান্ড বোরহ্যামউড টাউন কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। মাত্র সাত দিন পরই তাঁর মা পরবীন রানি নির্বাচিত হন হার্টস্মিয়ার বরো কাউন্সিলের মেয়র হিসেবে, যা প্রথমবার কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারীর হাতে গেল। তুষারের বাবা সুনীল দাহিয়া জানিয়েছেন, ১৩ মে তুষার মেয়র নির্বাচিত হন এবং ২০ মে পরবীন রানি দায়িত্ব নেন। সুনীল বলেন, ব্রিটেনে আসার পর থেকেই তুষার এবং তাঁর মা সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত ছিলেন। তুষার কমিউনিটিতে স্বেচ্ছাসেবী কাজ করতেন এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে লন্ডনে কলেজে পড়াকালীন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালে প্রথমবার মা-ছেলে দু'জনই কাউন্সিলরের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন। পরবীন রানি মেয়র হওয়ার আগে হার্টস্মিয়ারে স্ট্রিটসিন, পার্কস, লিজার এবং কালচারের ক্যাবিনেট সদস্য, ডেপুটি মেয়র এবং ফিল্ম-টেলিভিশনের গ্লোবাল এনভয় হিসেবে কাজ করেছেন। তুষারও ২০২৫ সালে ডেপুটি মেয়র হন এবং এ বছর পূর্ণ মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। তুষার কিংস কলেজ, লন্ডন থেকে স্নাতক হয়েছেন এবং শীঘ্রই মাস্টার্সেও ভর্তি হবেন। তাঁর ছোট ভাইও একই কলেজে প৷নে এবং স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ট্রাস্টি। পরিবারটি আজও ভারতের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ বজায় রেখেছে। তাঁরা প্রতি বছরই রোহতকে আসে বলে জানিয়েছেন সুনীল। তিনি বলেন, ''আমরা আমাদের শিক। ভুলিনি, সন্তানদেরও সেই মূল্যবোধ শেখাই।'' তুষারের মূল বিশ্বাস-বয়স কখনই সামাজিক বা জনসেবায় যুক্ত হওয়ার পথে বাধা নয়। আর সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাফল্যে।

CHANGE OF NAME

I, Md Aktarul Hoque, S/O- Md Basiruddin Sk resident of Vill - Shankarpara , Po-Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my daughter's name from Mosammat Fariha Khatun (old name) to Mst Fariha Khatun (new name) and henceforth She shall be known as Mst Fariha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My daughter's (new name) Mst Fariha Khatun & (old name) Mosammat Fariha Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Saidul Islam (Old Name) S/O–Ishab Sk resident of Sekhpara Lochanpur, Lochanpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Saidul Islam to Saidul Mondal and henceforth I shall be known as Saidul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Saidul Mondal & Md Saidul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Aktarul Hoque, my daughter's (Old Name) Mosammat Fariha Khatun resident of Vill - Shankarpara, Po-Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my daughter's name from Mosammat Fariha Khatun to Mst Fariha Khatun and henceforth She shall be known as Mst Fariha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My daughter's name Mst Fariha Khatun & Mosammat Fariha Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Aktarul Hoque (Old Name) S/O–Md Basiruddin Sk resident of Vill- Shankarpara, Po-Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Aktarul Hoque to Md Aktarul Hoque and henceforth I shall be known as Md Aktarul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Md Aktarul Hoque & Mohammad Aktarul Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pinaki Paul, S/o Meghnath Pal, resident of Vill. Srinagar Dakshinpara, Po Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin 741123 do hereby declare that I have changed my name from Pinaki Paul to Pinaki Pal in all purpose, vide affidavit No. 64 sworn in the Court of Notary Public at Krishnagar, Nadia on 04.12.2025. Pinaki Pal and Pinaki Paul both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I Jamin Sekh S/o Abuchaddin Sekh Jahirul Saikh, Mahirul Saikh and Rana saikh are my son. my Three Son's Birth certificate my name hasbeen receard as Jamit Alias Jamin Sekh Affidavit by Judicial magistrate krishnager courton 18/4/26 Jamin Sekh, Jamil Alias Jamin Sekh and Jamir Alias Jamin Sekh all are same person. R/o vill Dakshin Jhit kipoto po Jhit kipota P.s katwali nadia.

CHANGE OF NAME

We Hosen Ali Mollah, S/o - Abutaleb Molla and Saira Begam, Chhayea Molla, W/o Hosen Ali Molla resident of Vill. Badlangi, P.o - Kalyandaha, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin: 741123 do hereby declare that we have changed our name from Hosen Ali Mollah to Hosen Ali Molla in all purpose and from Saira Begam, Chhayea Molla to Chhayera Molla vide affidavit No. 212 sworn in the Court of Ld. Executive Magistrate (1st class) at Krishnagar, Nadia 06/01/2026. Hosen Ali Molla and Hosen Ali Mollah both are same and identical person, Chhayera Molla and Saira Begam, Chhayea Molla both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I Pratima Rani Paul D/O Late Haripada Mitra, W/O Badal Krishna Paul residing of 87, Maniktala, P.O.-Makhla, P.S.-Uttarpara, District-Hooghly-712245, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name form Pratima Rani Paul to Pratima Paul and henceforth I shall be known as Pratima Paul in all purpose, vide affidavit no 3502 sworn before the Court of Executive Magistrate(1st Class) at Howrah, Date 18/03/2026, Pratima Rani Paul and Pratima Paul both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, CHADU HALSANA & CHAND HALSANA (old name) S/O - HABI residing at PATHARGHATA PASCHIM PARA PS - TEHATTA DIST - NADIA PIN -741103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from CHADU HALSANA & CHAND HALSANA (old name) to HALSANA CHADU (new name) and henceforth, I shall be Known as HALSANA CHADU (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/05/2026. HALSANA CHADU (new name) & CHADU HALSANA & CHAND HALSANA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, LAINU SEKH (old name) S/O - LATE MOHAMMAD residing at VILL- CHOTO SUJAPUR SARANPARA PO - CHHOTO SUJAPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732206. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from LAINU SEKH (old name) to MD LAINU SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MD LAINU SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/05/2026. MD LAINU SEKH (new name) & LAINU SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MST NASIMA BANU (old name) W/O - MD MAJIBUR RAHMAN residing at RAMNAGAR PS - BAIRGACHHI PS - GAZOLE DIST - MALDA PIN -732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MST NASIMA BANU (old name) to NASIMA BANU (new name) and henceforth, I shall be Known as NASIMA BANU (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/05/2026. NASIMA BANU (new name) & MST NASIMA BANU (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MANISHA SAHA (old name) W/O - UDAY KUMAR SAHA residing at SARBAMANGALA PALLY PS - ENGLISHBAZAR P.O & DIST - MALDA PIN -732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MANISHA SAHA (old name) to MONISHA SAHA (new name) and henceforth, I shall be Known as MONISHA SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/05/2026. MONISHA SAHA (new name) & MANISHA SAHA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD DEROJIO SANTU also known as MOHAMMAD DEROJIO SANTU, S/o Abdul Suban, R/o Vill+PO: Shripur, PS: Goghat, Hooghly, WB-712612, have changed my name to MD DEROJIO MALLICK vide affidavit No.15008 dtd 14.05.2026 swornbefore 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly (Sadar). Henceforth, I shall be known and addressed as MD DEROJIO MALLICK for all future purposes.

CHANGE OF NAME

I, Aktarul Hoque (Old Name) S/O–Md Basiruddin Sk resident of Vill - Shankarpara, Po-Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Aktarul Hoque to Md Aktarul Hoque and henceforth I shall be known as Md Aktarul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Md Aktarul Hoque & Aktarul Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Megha Bhardwaj W/O- Akash Sharma resident of House 9B, Seth Hukam Chand Colony, Jalandhar, Dist.-Jalandhar, State - Punjab, PIN-144008, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MEGHA SHARMA vide Affidavit No.-564 dated 25/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Megha Bhardwaj and Megha Sharma both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prasenjit Sarkar (Old Name) S/O–Kamal Kumar Sarkar resident of 52/30 Kumar Durga Nath Lane, Po-Khagra, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742103 do hereby declared that I have changed my name from Prasenjit Sarkar to Prosenjit Sarkar and henceforth I shall be known as Prosenjit Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Prosenjit Sarkar & Prasenjit Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, GURIA BEGUM (old name) Wife of Md. Salauddin, residing at Vill-Bankra, Sardar Para, P.O- Bankra, P.S.-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from GURIA BEGUM (old name) to GURIA BEGUM ANSARI (new name) and henceforth I shall be known as GURIA BEGUM ANSARI (new name) in all purpose, vide affedavit no. 2434 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore on 13/05/2026. GURIA BEGUM ANSARI(new name) and GURIA BEGUM (old name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Najrul Mondal (Old Name) S/O–Dhuluruddin Mandal resident of Vill & Po-Trimohini, Ps-Nowda, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742175 do hereby declared that I have changed my name from Najrul Mondal to Mondal Najrul Haque and henceforth I shall be known as Mondal Najrul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Mondal Najrul Haque & Najrul Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sakindar Sk (Old Name) S/O–Nuhu Seikh resident of Mukundapur, Nabagram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Sakindar Sk to Sekendar Sk and henceforth I shall be known as Sekendar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Sekendar Sk & Sakindar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Baby Khatun (Old Name) W/O–Md Asarul Haque resident of Barua Paschimpara Dakhin, Power House Oil Mill, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Baby Khatun to Mst Baby Khatoon and henceforth I shall be known as Mst Baby Khatoon (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Mst Baby Khatoon & Baby Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Golam Mostafa Mondal (Old Name) S/O–Imajuddin Mandal resident of Char Moktarpur, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Md Golam Mostafa Mondal to Golam Mostafa Mandal and henceforth I shall be known as Golam Mostafa Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Golam Mostafa Mandal & Md Golam Mostafa Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tahiruddin Biswas (Old Name) S/O–Sahed Ali Biswas resident of Vill – Brahmangram, Po-Nayansukh, Ps-Farakka, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Tahiruddin Biswas to Md Tahiruddin Biswas and henceforth I shall be known as Md Tahiruddin Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Md Tahiruddin Biswas & Tahiruddin Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ismail Sk (Old Name) S/O–Muddin Sk resident of Vill - Mahendrapur , Po-Dahapara, Ps-Suti, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Ismail Sk to Ismail Seikh and henceforth I shall be known as Ismail Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Ismail Seikh & Ismail Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sazed Sekh (Old Name) S/O–Majid Sk resident of Vill - Diarpara , Po-Tentulia, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Sazed Sekh to Sajed Ali and henceforth I shall be known as Sajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Sajed Ali & Sazed Sekh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি কেবিরা খাতুন বিবি স্বামী হালিম সেখ, গ্রাম কুলে, পোঃ- বঙ্গছত্র, থানা - নানুর, বীরভূম ৭৩১২৪০ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আধার কার্ডে আমার নাম কেবিরা খাতুন বিবি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার মেয়ে মমতাজ খাতুন এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম কেবিরা বিবি এবং আমার স্বামীর নাম সেখ হালিম লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২১.০৪.২০২৬ তারিখ বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে এফিডেভিট বলে ঘোষনা করছি কেবিরা খাতুন বিবি এবং কেবিরা বিবি এবং হালিম সেখ এবং সেখ হালিম এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি কেবিরা খাতুন বিবি স্বামী - হালিম সেখ, গ্রাম- কুলে, পোঃ বঙ্গছত্র, থানা - নানুর, বীরভূম ৭৩১২৪০ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আধার কার্ডে আমার নাম কেবিরা খাতুন বিবি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ছেলে বাদশা সেখ এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম কেবিরা বিবি এবং আমার স্বামীর নাম সেখ হালিম লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৮.০৪.২০২৬ তারিখ বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে এফিডেভিট বলে ঘোষনা করছি কেবিরা খাতুন বিবি এবং কেবিরা বিবি এবং হালিম সেখ এবং সেখ হালিম এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

উত্তর সিকিমে বৃষ্টির তাণ্ডব! ফুলে উঠল নদী, মাঝরাস্তায় আটকে একাধিক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ২৫ মে ঃ প্রবল বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি নদীগুলিতে হঠাৎ করেই তীব্র স্রোত তৈরি হয়েছে। নদীর ধারের বেশ কিছু

দুর্বল রাস্তায় জল ঢুকে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু এলাকায় রাস্তার একাংশ ধসে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে বলে খবর। বিশেষ করে পাহাড়ি বাঁক ও নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তর সিকিমে লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। টানা বর্ষণের ফলে পাহাড়ি নদী ও ঝোরাগুলির জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে জল উঠে যাওয়ায় যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হযেছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় মাঝরাস্তায় গাড়ি আটকে পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। উত্তর সিকিমের বর্তমান পরিস্থিতি ঘিরে এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই প্রশ্ন, কবে থামবে বৃষ্টি এবং কবে স্বাভাবিক হবে জনজীবন। এদিকে আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েক ঘণ্টায় আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ফলে নতুন করে ধস নামা, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং নদীর জলস্তর আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি পরিষেবা ও উদ্ধার সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে চলার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোথাও যাতে বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

বংশীহারীতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, গাছ উপড়ে স্তব্ধ রাজ্য সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ মে ঃ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই, একইসঙ্গে ঝড়ের আভাসও ছিল। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকে। রবিবার রাতে শমণ্ডি থেকে বংশীহারী পর্যন্ত শতাধিক গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে। যার জেরে বুনিয়াদপুর-রায়গঞ্জ রাজ্য সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। বালুরঘাট- শিলিগুড়িগামী বহু দূরপাল্লার বাস মাঝরাস্তায় আটকে পড়ে। তবে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। বংশীহারী থানার পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা গাছ সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঝড়ে নানা স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি উপরে পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। প্রচণ্ড দহনজ্বালা থেকে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও বদলাতে চলেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এখানেও ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃষ্টির জেরে উত্তরের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা নীচে নামবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝোপের ভেতর বাস, গাছ হয়ে উঠল যাত্রীদের 'রক্ষাকবচ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ মে ঃ রানিবাঁধ থেকে বান্দোয়ান যাওয়ার বিপদের মুখে যাত্রীবাহী বাস। ১২ মাইলের কাছে হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ফেলে বাসটি। তারপর একটু ঝোপের মধ্যে ঢুকে যায়। তবে একটি বড় গাছ থাকার ফলে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। যদিও এই ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। তবে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। একটি গাছ বড়সড় দুর্ঘটনা হওয়ার থেকে রক্ষা করল মানুষকে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল এবং ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটি রাস্তায়। রানিবাঁধে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাসটি। রবিবার রানিবাঁধ থেকে বান্দোয়ানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বাসটি। পথে রানিবাঁধের ১২ মাইল জঙ্গল পেরিয়ে গুনপুরা ঢোকার আগেই হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাসটি। ঝোপের মধ্যেই ছিল একটি বড় গাছ গয়ে ওঠে বাসটির রক্ষাকবচ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার পাশের একটি বড় গাছে গিয়ে আটকে যাওয়ায় সম্ভাব্য ভয়াবহ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনায় বাসের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন যাত্রী আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙেছে বলে জানা গেছে। তবে বড়সড় কোনও হতাহতের খবর নেই। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ দ্রুত উদ্ধারকাজে নামে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানিবাঁধ থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, জঙ্গলের আঁকাবাঁকা রাস্তায় বাসের গতি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যদিও ঠিক কী কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য ওই জঙ্গলপথে যান চলাচলেও সাময়িক প্রভাব পড়ে। যদিও পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। যান চলাচল হয়েছে স্বাভাবিক।

অনুপ্রবেশ নিয়ে শূন্য সহনশীলতা, মালদায় চালু 'হোল্ডিং সেন্টার'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ মে ঃ অনুপ্রবেশ নিয়ে 'শূণ্য সহনশীলতা' রাজ্যের বিজেপি সরকারের। রাজ্য সরকারের নির্দেশের পরেই সোমবার থেকে মালদায় চালু হলো হোল্ডিং সেন্টার। ইতিমধ্যেই নয় বাংলাদেশিকে ইংরেজবাজারের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৩ মহিলা-সহ ৬ জন। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় এই ধরনের অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভারতে বেআইনিভাবে বসবাসকারী সন্দেহভাজন বিদেশি নাগরিক বা অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলোতে রাখা হবে।

মহিষাদলে মন্দিরে চুরির চেষ্টা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৫ মে ঃ মহিষাদল রাজবাড়ি চত্বরে অবস্থিত ঐতিহাসিক গোপালজিউ মন্দিরে সোমবার চুরির চেষ্টার ঘটনা সামনে এসেছে। ভক্তদের দান করা পিতলের মূর্তি চুরির অভিযোগে এক যুবককে ঘটনাস্থলেই হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। এরপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই মন্দিরে পুজো চলছিল, ঠিক তখনই এক যুবককে সন্দেহজনক অবস্থায় মন্দির চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। মন্দিরের সেবায়েতদের তার গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয়। অভিযোগ, পিতলের মূর্তি সরানোর চেষ্টা করার সময় ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। মহিষাদল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। উল্লেখ্য, মহিষাদল রাজবাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি ঐতিহাসিক ও প্রধান পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যায় পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা আসেন। এই চত্বরে অবস্থিত গোপালজিউ মন্দিরে এমন ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দীর্ঘদিনের বেআইনি জবরদখল রুখতে পুরুলিয়ায় সরাসরি আসরে নামল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৫ মে ঃ শহরকে দখলমুক্ত ও যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার কড়া অবস্থান নিল প্রশাসন। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বেআইনি জবরদখলের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিশেষ উচ্ছেদ অভিযান। প্রশাসনের এই অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে বুলডোজারও। ফলে শহর জুড়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতাল মোড়, ভিক্টোরিয়া মোড়, কোর্ট মোড়, হাটের মোড়-সহ শহরের একাধিক ব্যস্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি ও রাস্তার ধারে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা দোকান, অস্থায়ী শেড, টিনের ঘর ও অন্যান্য অবৈধ পরিকাঠামো চিহ্নিত করা হয়। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে সেই সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিক, পুরসভা কর্মী ও পুলিশ বাহিনী। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়। প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় রাস্তা, ফুটপাথ ও সরকারি জমি অবিলম্বে দখলমুক্ত করার জন্য। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখা, পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা এবং

যানজট কমানোর স্বার্থেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। নির্দেশ অমান্য করলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান হয়েছে। এই বিষয়ে শহরের এক বাসিন্দা বলেন, প্রতিদিনই রাস্তার ধারে নতুন নতুন দোকান তৈরি হচ্ছিল। এর ফলে রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে এবং যানজট বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগ খুবই ইতিবাচক। এতে শহরের শৃঙ্খলা ফিরবে এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ অবশ্য দাবি করেছেন, উচ্ছেদের আগে পর্যাপ্ত সময় ও বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। যদিও প্রশাসনের তরফে জানান হয়েছে, আগেই একাধিকবার নোটিশ ও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। তারপরও নির্দেশ না মানায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানকে ঘিরে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিনের বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে এই অভিযান শহরের নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আগামী দিনেও এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান আরও জোরদার হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

রাজ্যে প্রথম হলো মুর্শিদাবাদ! একসঙ্গে তিনজনকে 'হোল্ডিং সেন্টারে' পাঠালো প্রশাসন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে 'ডিটেক্ট-ডিলিট এবং ডিপোর্ট' নীতি লাগু করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে তাদের লালগোলায় তৈরি হওয়া 'হোল্ডিং সেন্টারে' পাঠালো মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের লালগোলা এবং ভগবানগোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল ওই তিন বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর লালগোলার পদ্মা ভবনে যে হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এরপর তিন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং তাদের বাংলাদেশের 'পুশ ব্যাক' করা হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দেন অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদেরকে পুলিশের আর গ্রেপ্তার করার দরকার নেই। তার পরিবর্তে পুলিশ ধৃত বিদেশি নাগরিকদেরকে সরাসরি বিএসএফের হাতে তুলে দেবে এবং বিএসএফ তাদের বাংলাদেশের পাঠিয়ে দেবে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানোরও নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দেওয়ার পরই রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক জেলার জেলাশাসককে একটি করে 'হোল্ডিং ক্যাম্প' তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিক এবং রোহিঙ্গাদের রাখা হবে। তাদের নাগরিকত্ব যাচাই হওয়ার পরই নিজের দেশে 'পুশ ব্যাক' করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই কাজে প্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে অনুমান। ততদিন ধৃত অনুপ্রবেশকারীরা 'হোল্ডিং সেন্টারে' থাকবেন। প্রসঙ্গত, ২০২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির তরফ থেকে বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছিল, তারা ক্ষমতায় এলেই বিএসএফকে সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর ইতিমধ্যেই সেই কাজও শুরু হয়ে গেছে। সূত্রের খবর গত ৪৮ ঘন্টায় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা এবং ভগবানগোলা সীমান্তের দু'টি এলাকা দিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী এলাকার তিন নাগরিক ধরা পড়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে ধৃত দুই ব্যক্তির নাম জানা গেছে। তারা হলেন রাজু শেখ এবং নাইদ শেখ। সূত্রের খবর এই দু'জনকেই লালগোলা থেকে ধরা হয়েছে। তাদের বাড়ি যথাক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলায়। ভগবানগোলা থেকে যে বাংলাদেশি নাগরিককে ধরা হয়েছে তার বাড়িও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। সূত্রের খবর, এরা প্রত্যেকে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আপাতত তিন বাংলাদেশী নাগরিককে লালগোলার পদ্মা ভবনে তিন তলায় যে হোল্ডিং সেন্টার করা হয়েছে সেখানেই রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, নির্বাচনী প্রচারে আমরা বারবার বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। বিজেপি শাসিত বাকি রাজ্যে থেকেও বেআইনি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে আগেও অনেক অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। এবার তিনজনকে 'হোল্ডিং সেন্টারে' পাঠানো হয়েছে। আমাদের অনুমান আগামীদিনে আরও অনুপ্রবেশকারীকে ওই 'হোল্ডিং সেন্টারে' যেতে হবে।

খাঁচার ভেতরে ফ্যান, বদলে গেল খাবারের তালিকা! দাবদাহে নাজেহাল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়খালি, ২৫ মে ঃ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভয়াবহ গরমে যখন সাধারণ মানুষের জীবন কার্যত অতিষ্ঠ, তখন সেই তাপপ্রবাহের আঁচ এসে পড়েছে সুন্দরবনের বাঘেদের জীবনেও। ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা এবং অস্বাভাবিক আর্দ্রতায় নাজেহাল হয়ে পড়েছে ঝড়খালির বাঘ পুনর্বাসন কেন্দ্রের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল বনদপ্তর। খাঁচার ভেতরে বসানো হল বিশেষ ফ্যান, পাশাপাশি বদলে দেওয়া হল বাঘেদের খাবারের তালিকাও। গরমে যাতে প্রাণীগুলির শারীরিক সমস্যা না হয়, সেই কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। ঝড়খালি টাইগার রেসকিউ সেন্টারে বর্তমানে কয়েকটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আহত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল, আবার কেউ বয়সজনিত কারণে জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে শিকার করতে পারছিল না। সাধারণত সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল এবং নদীবেষ্টিত পরিবেশে বাঘেরা মানিয়ে নিতে পারলেও এবারের দাবদাহ পরিস্থিতি আলাদা মাত্রা নিয়েছে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, সঙ্গে অস্বস্তিকর আর্দ্রতা। ফলে খাঁচার ভেতরে থাকা বাঘেদের অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়। বনদপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে বাঘেদের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তারা অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, খাবার কম খাচ্ছিল এবং বেশিরভাগ সময় জলাশয়ের পাশে শুয়ে থাকছিল। সেই পরিস্থিতি বুঝেই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রতিটি ঘেরা অংশে বড় আকারের ফ্যান বসানো হয়েছে যাতে বাতাস চলাচল স্বাভাবিক থাকে। নিয়মিত জল ছিটিয়ে খাঁচার তাপমাত্রা কমানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গরমের কথা মাথায় রেখে বদলে ফেলা হয়েছে খাদ্য তালিকাও। আগে যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভারী মাংস দেওয়া হত, এখন সেখানে তুলনামূলক হালকা খাবারের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল এবং ইলেকট্রোলাইট জাতীয় উপাদানও দেওয়া হচ্ছে বলে খবর। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। বনকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, মানুষ যেমন গরমে খাবারের অভ্যাস বদলায়, প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একইরকম সতর্কতা প্রয়োজন হয়। বাঘেদের শারীরিক অবস্থার উপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন পশু চিকিৎসকেরা। কোনও বাঘের শরীরে অস্বাভাবিক ক্লান্তি বা হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমান আবহাওয়ায় শুধু মানুষের নয়, বন্যপ্রাণীদের দিকেও সমান নজর দেওয়া জরুরি। বিশেষ করে যেসব প্রাণী উদ্ধারকেন্দ্রে রয়েছে, তাদের জন্য অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন। এই উদ্যোগের খবর সামনে আসতেই প্রশংসা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। পরিবেশপ্রেমী এবং প্রাণীপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন শুধু মানুষের জীবনে সীমাবদ্ধ নেই, তা সরাসরি প্রভাব ফেলছে বন্যপ্রাণীদের জীবনযাত্রাতেও। সুন্দরবনের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে এর প্রভাব আরও গভীর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের পরিবেশ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। তার প্রভাব পড়ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের স্বাভাবিক জীবনচক্রেও। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি আরও বাড়তে পারে। তাই শুধু উদ্ধারকেন্দ্র নয়, গোটা সুন্দরবন জুড়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত জলাধার তৈরি, গাছপালা বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম শীতল পরিবেশ তৈরির মতো বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বনদপ্তরের এই সাম্প্রতিক উদ্যোগ সেই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অনেকে। ঝড়খালির এই ঘটনা যেন এক অন্য বার্তা তুলে ধরছে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে তার প্রভাব থেকে রেহাই পায় না কেউই- না মানুষ, না জঙ্গলের রাজা। তাই পরিবেশ রক্ষার লড়াই এখন শুধু মানবসভ্যতার জন্য নয়, বন্যপ্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে।

চিংড়িঘাটায় মেট্রো প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন

কলকাতা, ২৫ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়, নির্ধারিত সময়ের আগেই-আজ ভোর ৫টায়-চিংড়িঘাটায় গার্ডার স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চিংড়িঘাটা মোড়ে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা এই কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরপর দুটি সপ্তাহান্তে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই, ভোর ৫টায় যান চলাচল বন্ধ রাখার (ট্রাফিক ব্লক) নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং ই.এম. বাইপাস জুড়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

দামোদরে তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৫ মে ঃ দামোদরের জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। সোমবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত কিশোরের নাম আয়ুষ শর্মা (১৫)। সে দুর্গাপুরের সিনেমা হল রোড এলাকার বাসিন্দা এবং বিধাননগরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে তিন বন্ধু মিলে দুর্গাপুরের দামোদর নদে স্নান করতে যায়। প্রথমদিকে নদীর ধারে স্বাভাবিকভাবেই জলকেলি চলছিল তাদের। কিন্তু আচমকাই গভীর জলে চলে যায় আয়ুষ। সাঁতার না জানার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সে জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। বন্ধুরা প্রথমে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। এরপর তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং তড়িঘড়ি খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় নদী থেকে ওই কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। তাকে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক খবরের পর হাসপাতালে ভিড় জমান পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত কিশোরের বাবা-মা। ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 159/ 2026-27, SL No.-1, Date: 25.05.2026
Invites e-tender for the work: Estimate of modification and upgradation of rooms for panchayat office conference hall. Date of Opening of Financial proposal (online): **15/06/2026 at 02.00pm.** For details visit **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

রাজু কুমার, পিতা- দশরথ সাউ, সাং ও পোঃ- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়। জেলা -হাওড়া, ও সুজিত কুমার, পিতা - রঘুনি সাউ সাং - জৈতিপুর, - রাম বাবু হেলা ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার - রাজা কুমার সাউ মহাশয় এর নিকট হইতে ডিঃ সাবঃ রেজি. হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০২২৮ / ২০২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা -ডোমজুড়, মৌজা - নোনাকুণ্ডু হাল এল. আর. খতিয়ান ২১৪১, ৯৫০ হাল ও সাবেক ১২৫৯ নং দাগে ৯.৯০ শতক জমি ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ২ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৩২ / ২০২৩ নং, ৪৩২৮/ ২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-292, Dated-18.05.26 41 NOS** OF WORKS(fund-15 th FC,BEUP,SBM)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
67/GPW/WBFDC/ 2025-26 (3rd Call)	Annual Maintenance of Created Landscape at Kishore Bharati Krirangan till 31.01.2027	26.05.2026	09.06.2026

Details of NITs can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। জিশান রাজা, পিতা- আহমেদ রেজা, ২। হাজরা খাতুন স্বামী- আমিরুল হক, ৩। গুলনাজ পারভীন, পিতা- আমিরুল খাঁন, সর্ব্ব সাং- বানীপুর সাঁকরাইল, হাওড়া, ৪। সাবা খাঁন, পিতা রেয়াজুদ্দিন খাঁন, সাং- ৬৪ /১ ক্যারী রোড, শিবপুর, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৫.০২.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত যথাক্রমে ৬৭১ নং, ৬৭৩ নং, ৭৭১ নং, ৬৭২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা লোকনাথ চন্দ্র, পিতা- শঙ্করী প্রসাদ চন্দ্র এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন সাঁকরাইলজলা মৌজায় জে. এল. ২১ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৩৯০৫, ৬৪৬ নং খতিয়ানে এল, আর. ৬৪৭, ৬২৮, ৬২৭, ৬৪৮ নং দাগে শালি মোট ৩৫.৪৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৬.০২.২০২৩ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০০৮১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে ১। গুলাম জাইনুদ্দিন খাঁন, ২। সারফুদ্দিন খাঁন, উভয়ের পিতা- আমিরুল খাঁন, সাং- বানীপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল, অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রাজিয়া খাতুন, স্বামী- আহমদ রাজা, ২। আমিরুল হক পিতা - জুনাব খাঁন, ৩। ইসারাত খাতুন, স্বামী- ফিরোজ খাঁন, ৪। মইনুদ্দিন খাঁন, পিতা-আমিরুল খাঁন, সর্ব্ব সাং- বানীপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া। বিগত ইংরাজী-০৫.০২.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৬৬৩ নং, ৬৬৮ নং, ৬৬৯ নং, ৬৭০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা লোকনাথ চন্দ্র, পিতা- শঙ্করী প্রসাদ চন্দ্র এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন সাঁকরাইলজলা মৌজায় জে. এল. ২১ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৩৭২৪, ৩৯০৫ নং খতিয়ানে এল. আর. ৬৪৭, ৬২৮, ৬২৭ নং দাগে শালি মোট ৩৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী-১৬.০২.২০২৩ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০০৮১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে ১। গুলাম জাইনুদ্দিন খাঁন, ২। সারফুদ্দিন খাঁন, উভয়ের পিতা - আমিরুল খাঁন, সাং- বানীপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস/এইচডব্লুএইচ/১০/ওটি/১৭৪আর, তারিখ ২২.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), বামনগাছি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০৬ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ইলেকট্রিক লোকো শেড, হাওড়াতে "তিন ফেজ লোকোমোটিভগুলির বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে অ্যালুমিনিয়াম ট্রান্সফরমার ট্যাঙ্ক-এর পুনর্নির্মাণ/মেরামতির কাজ"। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৭,৬২,৫১২.৪০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ ই-টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। যদি কোনো সংশোধনী থাকে সেটি প্রদত্ত ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ প্রকাশিত হবে। হাতেহাতে দাখিল কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-96/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৬০, তারিখ ২২.০৫.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৮, কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে এফওবি-র সঙ্গে সংযোগকারী যাত্রী লিফটের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৫৮,৮৬,০৮৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯,১৭,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-95/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (Civil/H.Q), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/003/2026-27, Dated : 25/05/2026
Name of work **: Annual Civil maintenance work at Sirity Crematorium in the financial year 2026-2027.** Estimated Cost (Including GST & LWC) **: Rs.2,98,727.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/004/2026-27, Dated : 25/05/2026
Name of work **: Arrangement of Shed Changing Room for 06 Nos. of Unarmed Security Guards to Protect EV Charging Station of Corporation situated at Hogg Street (Opp : Aminia Hotel).** Estimated Cost (Including GST & LWC) **: Rs.1,52,235.00.** Earnest Money **: Rs.3,100.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and time of Submission of Bid **: 06.06.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **29.05.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Ex. Engr. (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online Percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/071/029/2025-2026/R
Name of work **: Maintenance of road side Garden at Harish Mukherjee Road both side from AJC Bose to SNP Street Crossing in Ward No.071.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,06,523.79.** Earnest Money **: Rs.8,200.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last date and time of submission of bid **: 03.06.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on **: 05.06.2026 - 12 noon.**

2. NIT No. : KMC/IX/078/001/2026-2027
Name of work **: Improvement of paver block footpath and relaying of Kerb, Channel Stone at 49, D.H. Road to 1, Mayurbhanj Road in Ward No.078.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,30,238.00.** Earnest Money **: Rs.8,700.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last Date and Time of submisison of Bid **: 06.06.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on **: 08.06.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.05.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1)** and **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.2).**

The **D.G. (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/S_D/UDPS/LAD/26-27 (1st Call)
Name of work **: Renewing of 3 nos. dilapidated M.S. ladders, chequered plates including repairing of guard railing around the screen chamber with other allied works at Ultadanga drainage pumping station.** Estimated Amount **: Open quotation.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 14 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 06.06.2026 - 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **29.05.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any the same website has to be seen.

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EEC/VII/56/POTHOLES/25-26 published in this Newspaper on **09/05/2026 (Key No.09/26-27) of Engineering (Civil) Borough-VII Department (Sl.No.19)**. The Last date and time of submission of bid will be **03/06/2026 at 10.30 a.m.** instead of 21/05/2026 at 10.30 a.m. and tender will be opened on **05/06/2026 at 10.30 a.m.** instead of 23/05/2026 at 10.30 a.m. Other details will remained unchanged.

49 / 26-27

মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড
Make Life Easy
Manappuram Finance Ltd. CIN-L65910KL1992PLC006623
Regd. Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্, 2002-এর ধারা 8(1)-এর অধীনে)

যথারীতি, নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর রিকনস্ট্র্যাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুযায়ী এবং বিভাগ 13(12)-এর নিয়ম ৩ঁ সহিত, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, 2002-এর মত অনুযায়ী ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন 23-02-2026 তারিখে আহ্বান জানিয়েছে (1) অশ্বিনী দে, প্রয়াত দিপল চন্দ্র দে, শ্রীকৃষ্ণ পল্লী, হরিশপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ - 721 305। (2) ছবি দে, প্রয়াত অশ্বিনী দে, শ্রীকৃষ্ণ পল্লী, হরিশপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ - 721 305। (এরপরে এখানে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে সম্মিলিতভাবে 'ঋণগ্রহীতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-কে আদেশ করা হয়েছিল উক্ত দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে উল্লিখিত 23-02-2026 তারিখ অনুযায়ী 3722910৲- টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র) পরিমাণ অর্থরাশি, ভবিষ্যত সুদসহ প্রদান করার জন্য উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ঋণগ্রহীতা সেই অঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এই মর্মে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্, 2002-এর ধারা 13-এর উপ-ধারা (4) তথা উক্ত আইনের 8-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে আজ 2026 সালের মে মাসের 25-তম তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখলাধিকার নেওয়া হচ্ছে। বন্ধকীকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, আইনের 13 ধারার উপ-ধারা (8)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এই মর্মে সতর্কিত করা হচ্ছে যে তারা যেন উপরোক্ত সম্পত্তি সমূহের কোনোরকম লেনদেনে প্রবৃত্ত না হন এবং এই সম্পত্তির ব্যাপারে যে কোনোরকম লেনদেন মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এরঅধীনস্থ হিসাব অনুযায়ী 3722910/- টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র) এবং তার উপরে ভবিষ্যতে ধার্য সুদের বিষয়।

সম্পত্তিটির সমগ্র জমির পরিমাপ 4.38 ডেসিমেল ৲ 1907.92 বর্গফুট এবং এটি অবস্থিত প্লট নং.143, জে.এল. নং.-199, খতিয়ান নং.-5469, 5475, গ্রাম-জামকুন্ড, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তার সাথে উক্ত জমিটিতে যাতায়াতের অধিকার এবং তথসংক্রান্ত সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা।

উত্তর দিকে: প্লট নং.-143-এর অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণ দিকে: প্লট নং.-8, পূর্ব দিকে: প্লট নং.-151, পশ্চিম দিকে: 14 ফুট কাঁচা রাস্তা।

তারিখ: 25-05-2026
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

নিম্নস্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত কর্মকর্তা
মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড

মামার ভোকাল টনিকে স্প্রিন্টে জাতীয় রেকর্ড গুরিন্দরবীরের

সংবাদ সংস্থা, রাঁচি, ২৫ মেঃ এতদিন ভারতীয় স্প্রিন্ট মহলে একটা কথা বেশ চালু ছিল- 'ভারতীয়দের ১০০ মিটারে বিশ্বমানের গতি নেই!' ইতিমধ্যে সেই অসার প্রবাদ এক দমকায় উড়িয়ে দিয়েছেন গুরিন্দরবীর সিং। পঞ্জাবের তরুণ স্প্রিন্টার রাঁচিতে ফেডারেশন কাপে ১০০ মিটার শেষ করেছেন ১০.০৯ সেকেন্ডে। শুধু জাতীয় রেকর্ড ভাঙেননি না, কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসের যোগ্যতাও পাকা করে ফেলেছেন! এর আগে জাতীয় রেকর্ড ছিল অনিমেষ কুজুরের দখলে। সময় নেন ১০.১৫ সেকেন্ড। এই একই প্রতিযোগিতায়। আপাতত পুরনো নজির ধুয়েমুছে ইতিহাস। গুরিন্দরবীরের জার্নির শুরুটা আর পাঁচজন উঠতি স্প্রিন্টারের মতো। বাবা কমলজিৎ সিং পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন কনস্টেবল। জাতীয় স্তরের ভলিবল খেলোয়াড়ও ছিলেন। নিজের লক্ষ্য পুরণ করতে পারেননি। সেই অধরা স্বপ্ন পরে ছেলের কাঁধে চাপান। ট্র্যাকে পা রাখার আসল কারণ কী? এর আড়ালেও ছোট্ট গল্প রয়েছে। দিওয়ালির আগে বাড়ি পরিষ্কারে নেমে ছোট্ট গুরিন্দরবীর বাবার মেডেল, ট্রফি ঝাড়পোঁছ করতেন। একটা পুরনো ছবিতে

বাবাকে আকাশে উঠে স্ম্যাশ করতে দেখেন। সে দিন থেকেই খেলার নেশা চেপে বসে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় গ্রামের বাড়ি থেকে ১৩ কিলোমিটারের বেশি দূরের স্কুলে ভর্তি হন। কাঁচা মাঠে দৌড়, হাঁটা, অনুশীলন-সিন্থেটিক ট্র্যাক তখনও জীবনে আসেনি! পরে জলন্ধরের কেমব্রিজ স্কুলে যাওয়া। সেখানে কোচ সরবজিৎ সিংহ হ্যাপির সঙ্গে পরিচয়। সম্পর্কটা পরে প্রায় পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক চাপ কমাতে কোচ নিজের বাড়িতেই রাখতেন গুরিন্দরবীরকে। খাবার থেকে অনুশীলন-সব দেখতেন নিজে। অনূর্ধ্ব-১৬ স্তরে উঠে গুরিন্দরবীর বুঝতে পারেন, প্রতিযোগিতা অন্যরকম। শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের দেখে অনেক সময় মনে চাপ জমত। সেই সময় মামার একটি কথাই বদলে দেয় মানসিকতা। তিনি বলেছিলেন, ''জঙ্গলে সিংহ একটাই, ছাগল অনেক ঘোরে। এবার সিংহের মতো খেল!''

ফরাসি ওপেনে ৭ নম্বর বাছাইকে উড়িয়ে আলোচনায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ!

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৫ মেঃ ফরাসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে এমন ফলাফল কেউ আশা করেননি! বিশ্বটেনিসের প্রতিষ্ঠিত নাম টেলর ফ্রিজ। তাঁকে চার সেটের গলদঘর্ম লড়াইয়ে হারিয়ে আচমকা আলো কেড়ে নিলেন ২১ বছরের নিশেষ বাসবরেড্ডি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন টেনিস খেলোয়াড়। রোলাঁ গারোর মূলপর্বে অভিষেকে নেমে ৭ নম্বর বাছাই ফ্রিজকে হারালেন ৭-৬(৫), ৭-৬(৫), ৬-৭(৯), ৬-১ ফলে। ম্যাচ শেষে কোর্ট সুজান সেরা সেট।'' ২০০৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার নিউপোর্ট বিচে জন্ম। বাবা-মা সাই প্রসন্ন এবং মুরলীকৃষ্ণ বাসবরেড্ডি মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের বাসিন্দা। দম্পতি ১৯৯৯ সালে আমেরিকায় পাড়ি দেন। খুব ছোটবেলা থেকে টেনিসের মধ্যে বড় হয়েছেন নিশেষ। বাবা নিজে দুই ছেলের হাতে র‍্যাকেট ধরিয়েছিলেন। পরে কোচ ব্রায়ান স্মিথের অধীনে প্রশিক্ষণ। মার্কিন ডাবলস কিংবদন্তি রাজীব রামও তাঁর অন্যতম মেন্টর। জুনিয়র স্তরে বিশ্বের তিন নম্বর পর্যন্ত

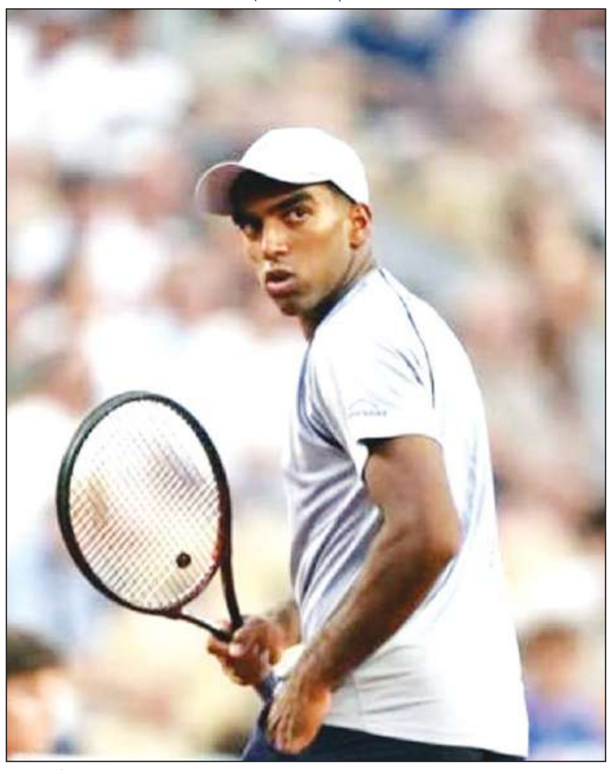

ল্যাংলেঁ-তে তখন একটাই নাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-'নিশেষ! নিশেষ!' হবে না-ই বা কেন! বিশ্ব ক্রমতালিকার ১৪৮ নম্বরে থাকা তরুণ কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় ছিনিয়ে নিলেন। তাও কিনা একেবারে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে! ম্যাচের প্রথম দুই সেটে ফ্রিজকে চাপে রাখেন নিশেষ। দু'টি সেট গড়ায় টাইব্রেকে। আর দু'বারই ঠান্ডা মাথায় জিতে বেরিয়ে আসেন তিনি। ড্রপ শট, গতি বদল, কোর্ট কভারেজ-সব মিলিয়ে ফ্রিজকে ছন্দে ঢুকতে দেননি। দ্বিতীয় সেটে শক্তিশালী সার্ভে এগিয়ে যান। তৃতীয় সেটে অবশ্য লড়াইয়ে ফেরেন ফ্রিজ। ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে টাইব্রেক জেতার পর গলা ফাটিয়ে চিৎকারও করেন। কিন্তু তাতে ম্যাচ ঘোরেনি। চতুর্থ সেটে ফের একবার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেন নিশেষ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'তৃতীয় সেট হারার পরও আমি জানতাম, আমার খেলা ঠিক জায়গাতে আছে। শুরুটা ভালো করতে পারলে সুযোগ আসবেই। চতুর্থ সেটটা সম্ভবত আমার জীবনের ওঠেন। ২০২২ সালে জুনিয়র ইউএস ওপেন ডাবলসও জিতে নেন। তবে গোটা পথ একেবারে মসৃণ ছিল না। ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে হাঁটুর অস্ত্রোপচার। তার জেরে কেরিয়ার আচমকা থমকে যায়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি কলেজ টেনিস খেলেছেন নিশেষ। তারপর ধীরে ধীরে পেশাদার সার্কিটে উত্থান। ২০২৪ সালে চ্যালেঞ্জার টুর্নামেন্টে একাধিক সাফল্য। টিবুরন এবং পুয়ের্তো ভালার্তায় খেতাব জেতেন। বছরের শুরুতে তাঁর র‍্যাঙ্কিং ছিল ৪৫৭। বছরের শেষে পৌঁছে যান ১৩৮ নম্বরে। ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতে নজর কাড়েন। এবার ফরাসি ওপেনে তো টেলর ফ্রিজকে হারিয়েই দিলেন! চলতি বছর ইউএসটিএ-র ওয়াইল্ড কার্ড চ্যালেঞ্জ জিতে ফরাসি ওপেনের মূলপর্বে সুযোগ পান নিশেষ। সেই সুযোগ এখন তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় মোড় হয়ে উঠতে পারে।

আইপিএলের প্লে-অফের চার দল চূড়ান্ত!

কোয়ালিফায়ারে বেঙ্গালুরু-গুজরাত, এলিমিনেটরে হায়দরাবাদ-রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল ২০২৬-এর লিগ পর্ব শেষ হতেই পরিষ্কার হয়ে গেল প্লে-অফের পুরো ছবি। চূড়ান্ত মুহূর্তের ধোঁয়াশা কাটিয়ে চতুর্থ দল হিসেবে জায়গা করে নিল রাজস্থান রয়্যালস। বিদায়ঘণ্টা বাজল পঞ্জাব কিংস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের। রবিবার ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে প্লে-অফের টিকিট পাকা করে রিয়ান পরাগদের দল। ফলে এখন চারটি টিম খেতাব জয়ের লড়াইয়ে ময়দানে নামবে- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাত টাইটান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং রাজস্থান রয়্যালস। পয়েন্ট টেবিলের প্রথম দুই দল বেঙ্গালুরু এবং গুজরাত মুখোমুখি কোয়ালিফায়ার ওয়ানে। খেলা ২৬ মে, ধর্মশালায়। বিজয়ী টিম সরাসরি চলে যাবে ৩১ মে আমদাবাদের ফাইনালে। হারলেও অবশ্য সব আশা শেষ নয়। কোয়ালিফায়ার ওয়ানের পরাজিত দল আরেকবার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে তিন ও চার নম্বরে শেষ করা হায়দরাবাদ এবং রাজস্থান খেলবে এলিমিনেটর। ম্যাচ ২৭ মে, নিউ চণ্ডীগড়ে। এখানে সমীকরণ একেবারে সোজা-হারলেই সুটকেস গুছিয়ে বাড়ি। জিতলে নামতে হবে কোয়ালিফায়ার টু-তে। সেখানে অপেক্ষা করবে বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট ম্যাচের পরাজিত দল।

শনিবার পঞ্জাব কিংস লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে ১৫ পয়েন্টে পৌঁছে যায়। সমীকরণ পরিষ্কার- রাজস্থান হারলেই কেকেআরের সামনে দরজা খুলে যাবে! কিন্তু সেই নাটকের সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করে রিয়ান পরাগের টিম। ওয়াংখেড়ের মন্থর পিচে তাদের শুরুটা ভালো হয়নি। ওপেনাররা দ্রুত আউট হয়ে ফিরে যান। মাঝের ওভারেও রান আটকে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই জোফ্রা আর্চার ব্যাট হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন। নিচের দিকে নেমে দ্রুত রান তুলে দলকে লড়াই করার মতো স্কোরে টেনে তোলেন। তারপর বাকিটা সামলান বোলাররা। রান তাড়া করতে নেমে সূর্যকুমার যাদব, উইল জ্যাকস আর হার্দিক পাণ্ডিয়া আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু রাজস্থান চাপের মুহূর্তে কম ভুল করে ছিনিয়ে নেয় মূল্যবান দু'পয়েন্ট। এই হারের জেরে মুম্বইয়ের মরসুম হতাশার সুরে পর্দা ফেলল। ১৪ ম্যাচে মাত্র চার জয়। লিগ টেবিলের নীচের দিকেই আইপিএল অভিযান শেষ করতে হল তাদের। এখন নজর নিউ চণ্ডীগড়ে। সেখানে এলিমিনেটরে মুখোমুখি টুর্নামেন্টের দুই সবচেয়ে আক্রমণাত্মক দল। একদিকে ট্র্যাভিস হেড-অভিষেক শর্মার হায়দরাবাদ। অন্যদিকে বৈভব-যশস্বীদের রাজস্থান। আইপিএল এখন আর লিগ নয়। নক আউট দ্বৈরথ। এখন ভুল করলেই নিশ্চিত বিদায়।

রেকর্ড গড়ে লিভারপুলকে বিদায় মোহামেদ সালাহর

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৫ মেঃ প্রিমিয়ার লিগের শেষ দিন রবিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষ হলো সালাহর ৯ বছরের লিভারপুল অধ্যায়। শেষটায় একটি রেকর্ডও সঙ্গী হলো তার। স্টিভেন জেরার্ডকে (৯২) ছাড়িয়ে লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের রেকর্ড নিজের করে নিলেন তিনি (৯৩)। সালাহর শেষটা যদিও জয়ে রাঙাতে পারেননি তার সতীর্থরা। ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছে। তবে এই ম্যাচে এক পয়েন্ট পেয়েই আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা নিশ্চিত হয়েছে লিভারপুলের। ঘরের মাঠে এ দিন গোলও পেতে পারতেন সালাহ। ১৯তম মিনিটে তার ফ্রি-কিক লাগে পোস্টে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮তম মিনিটে কার্টিস জোন্সের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এই গোলে অবদান রেখে জেরার্ডকে ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় পা রাখেন সালাহ। তবে পাঁচ মিনিট পরই গোলটি শোধ করে দেয় ব্রেন্টফোর্ড। এর মিনিট দশেক পর দর্শকদের তুমুল করতালিতে মাঠ ছাড়েন সালাহ। গত বছর ক্লাবের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করলেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত মার্চের শেষ দিকে এই তারকা ফরোয়ার্ড জানিয়ে দেন, চলতি মরসুম শেষে লিভারপুলে তার যাত্রার সমাপ্তি। ২০১৭ সালে তখনকার ক্লাব রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে তাকে নিয়ে আসে লিভারপুল। এই ক্লাবের প্রথম মিশরীয় ফুটবলার দ্রুতই হয়ে ওঠেন দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমর্থকদের মধ্যমণি। আগের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের আক্রমণের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিলেন তিনি। এই জার্মান কোচের হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগসহ সব শিরোপাই জিতেছে ক্লাবটি এবং প্রতিটি সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সালাহ। বর্তমান কোচ আর্না স্লটের

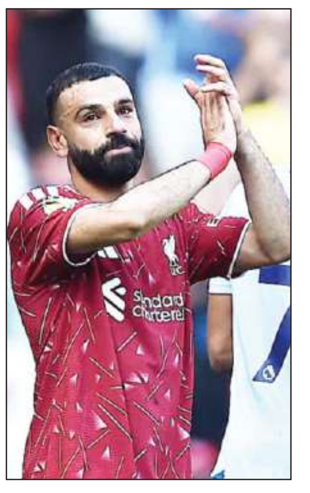

অভিষেক মরসুমে লিভারপুল যে গতবার লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে, সেখানেও বড় অবদান ছিল সালাহর আসরের সর্বোচ্চ ২৯টি গোল করেন তিনি। কিন্তু গত মরসুমের ধার তার খেলায় পাওয়া যাচ্ছিল না এবার। কোচ তাকে বেশ কিছু ম্যাচে রাখেননি শুরুর একাদশে। কোচের সঙ্গে তার মনোমালিন্য আর ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। তাকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এক ম্যাচে তাকে স্কোয়াড থেকেই বাদ দেন স্লট। পরে অবশ্য কোচের সঙ্গে সালাহর সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কিন্তু পুরোপুরি জোড়া লাগেনি আর কখনোই। গত সপ্তাহে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৪-২ গোলের হারে আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা শঙ্কায় পড়লে, সালাহ সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দলের খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই মরসুমে দলের অধারাবাহিকতার কথা তুলে ধরে সাবেক কোচ ক্লপের কোচিংয়ে সাফল্য পাওয়া সেই আক্রমণাত্মক কৌশলে ফেরার আহ্বান জানান তিনি। তার ওই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্নে ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচের আগে স্লট বলেন, ''মো (সালাহ) ও আমার লক্ষ্য একই, আমরা এই ক্লাবের জন্য সেরাটা চাই। তবে শেষ ম্যাচে এই তারকাকে খেলানো হবে কি না, সেদিন তা নিশ্চিত করতে রাজি হননি কোচ।'' শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদায়ী ম্যাচে শুরু থেকেই খেললেন সালাহ। উপলক্ষটাও রাঙালেন রেকর্ড গড়ে। এ দিন ম্যাচ শেষেও তার জন্য বিশেষ আয়োজন রেখেছিল লিভারপুল। লিভারপুলে শেষ মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে ২৭ ম্যাচে সালাহ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন সমান সাতটি করে। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪১ ম্যাচে তার গোল ১২টি, অ্যাসিস্ট ১০টি। লিভারপুলের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় তৃতীয় স্থান থেকে বিদায় নিলেন সালাহ। ৪৪২ ম্যাচে তার গোল ২৫৭টি। সঙ্গে অ্যাসিস্ট ১২৩টি। এছাড়া জিতেছেন অনেক ব্যক্তিগত পুরস্কার।

মেসির মাঠ ছাড়ার ম্যাচে ১০ গোলের রোমাঞ্চে ইন্টার মায়ামির নাটকীয় জয়

ম্যাচের বয়স ১০ মিনিট হওয়ার আগেই ইন্টার মায়ামির জালে দুই গোল! পরের ১০ মিনিটে দুই দল মিলিয়ে গোল আরও দুটি। শুরুতে যেমন ছিল পূর্বাভাস, ম্যাচজুড়েও তেমনি আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল দুই দলের গোলমুখে। প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রি করলেন ফিলাডেলফিয়ার মিলান ইলস্কি। হ্যাটট্রিকেই জবাব দিলেন মায়ামির সুয়ারেজ। শুরুতেই দুই গোলে পিছিয়ে পড়া সেই মায়ামিই শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল ১০ গোলের উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৫ মেঃ মেজার লিগ সকারের ম্যাচটিতে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে ৬-৪ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। ৩৯ বছর বয়সী সুয়ারেজেরে হ্যাটট্রিকের সঙ্গে মায়ামির হয়ে দুটি গোল করেন হার্মান বের্তেরামে। বাকি গোলটি করে রদ্রিগো দি পল। যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ইলস্কির হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ার অন্য গোলটি করেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড ব্রুনো দামিয়ানি। ম্যাচের রোমাঞ্চ, মায়ামির দারুণ জয় ছাপিয়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে আরেকটি ঘটনা। ৭০তম মিনিটে ফ্রি কিক নেওয়ার পরই বাঁ পায়ের উরুর ওপরের অংশ হাত দিয়ে চেপে ধরেন লিওনেল মেসি। ৭৩তম মিনিটে তিনি মাঠ ছেড়ে যান। ডাগআউটে না বসে সোজা ড্রেসিং রুমে চলে যান মায়ামি ও আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। বিশ্বকাপের আগে ক্লাবের শেষ ম্যাচে তার এভাবে মাঠ ছাড়ার খবর ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ফুটবলবিশ্বে। ম্যাচের পর অবশ্য মায়ামির ভারপ্রাপ্ত কোচ গিয়ের্মো ওশো জানান, ক্লান্তি থেকেই মেসির এমনটি হয়েছে বলে তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন। মায়ামির মাঠে ভারতীয় সময় সোমবার ভোরের ম্যাচটিতে তৃতীয় মিনিটেই ফিলডেলফিয়াকে এগিয়ে দেন ইলস্কি। মিনিট পাচেঁক পর বক্সের মধ্যে তাকেই বিপজ্জনকভাবে

ফেলে দেন মায়ামির গোলকিপার। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ২৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পরই গোছানো আক্রমণ থেকে একটি গোল ফিরিয়ে দেয় মায়ামি। দি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর মেসি আবার বল বাড়ান তাকেই। কিন্তু দি পল ঠিকমতো ধরতে পারেননি। পেছন থেকে এগিয়ে বল জালে জড়ান ফাঁকা থাকা বের্তেরামে। ১৯তম মিনিটে আবার ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ফিলাডেলফিয়া। ফ্রেঙ্কি ওয়েস্টফিল্ডের গড়ানো শট মায়ামির গোলকিপার ঠেকাতে পারলেও দলকে নিরাপদ করতে পারেননি। কাছেই থাকা দামিয়ানি আলতো করে বল পাঠান জালে। ২৮তম মিনিটে মেসির দারুণ ভলি অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। পরের মিনিটেই দৃশ্যপটে সুয়ারেজ। ইয়ান ফ্রের চিপ বক্সের ভেতর বুক দিয়ে নামিয়ে চমৎকার ভলিতে গোল করেন তিনি। এরপর চোখের পলকে সমতায় ফিরে এগিয়েও যায় মায়ামি। ৪১তম মিনিটে বক্সের ভেতর তিন জনের মধ্য দিয়ে দারুণভাবে বল বাড়ান মেসি। নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন বের্তেরামে। দুই মিনিট পরই সুয়ারেজেরে আরেকটি গোলে এগিয়ে যায় দল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে আবার বল জালে পাঠান সুয়ারেজ। তবে গোল পাননি অফসাইড হওয়ায়। যোগ করা সময়ের খেলা ৯ মিনিট থেকেও বাড়তে থাকে। দ্বাদশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ইলস্কি। ম্যাচে তখন ৪-৪ সমতা। প্রথমার্ধের ওই আট গোলের ঝড়ের পর দ্বিতীয়ার্ধের বেশির ভাগ সময় আর কোনো গোল হয়নি। ৭২তম মিনিটে দি পলের শট অবশ্য ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর মেসির সেই বেরিয়ে যাওয়া। ৮১তম মিনিটে বের্তেরামের কাছ থেকে নেওয়া শট ফিরিয়ে দেন ফিলাডেলফিয়া গোলকিপার। ফিরতি বল ধরে বের্তেরামে বাড়িয়ে দেন ফাঁকায় থাকা সুয়ারেজকে। আলতো টোকায় হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন উরুগুয়ের তারকা। এগিয়ে যায় মায়ামি। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দি পলের গোলে নিশ্চিত হয় মায়ামির জয়। এই রাউন্ডের পর বিশ্বকাপের জন্য দুই মাসের বিরতি পড়ছে মেজর লিগ সকারে। এই জয়ে ১৫ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থেকে বিরতিতে যাচ্ছে মায়ামি। ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল এসসি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com